কাব্য-কণা।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত
বিরচিত

সুর নাই, তাল নাই, নাহি মুণ্ড মাথা,
এলো মেলো কতকগুলো পাগলের গাথা।
কত ভাব উঠে মনে, টুটে যায় পরক্ষণে,
জলের বুদ্‌বুদ্‌ প্রায়, হায় রে বিধাতা!
আপনা আপনি হাসি, কভু আঁখি-জলে ভাসি,
লিখে যাই যাচ্ছে তাই বেড়ে যায় খাতা।



কলিকাতা
১৩১৬ সাল।

স্থলভ প্রেস
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

চিরারাধ্য

স্বর্গীয় পিতৃ-চরণ-কমলেষু—

কোথা তুমি পিতা মহাশয় !
  চরণে শরণ চায় অযোগ্য তনয়।
যার বিদ্যা শিক্ষাতরে, কত অর্থ অকাতরে,
  কত যত্ন, কত শ্রম করেছিলে ব্যয়।
অধমের ভাগ্যফলে, সকলি পড়েছে জলে,
  শিখাতে অক্ষম জড়ে, গুরু বিদ্যালয়।
দুরন্ত চরিত্রে যার, ব্যতিব্যস্ত পরিবার,
  উত্যক্ত বিরক্ত যত প্রতিবাসীচয়।
সমযোগ্য সঙ্গী সনে বিগর্হিত আচরণে
  উপেক্ষা করিত যেই শাসনের ভয়।
যাহার শোধন তরে, কঠোর শাসন করে,
  ঘৃণা ক্ষোভে তব মুখ হোতো অশ্রুময়।
উজ্জ্বল সংসার মাঝ, পড়ি সে পামর আজ,
  পরিত্রাহি ডাকছাড়ে, জর্জ্জর হৃদয়।
যোড়-করে ভিক্ষা চায়, তুমি কোলে লও তায়
  দেহ সনে ঘুচে যাক জ্বালা সমুদয়।

নিবেদন।

ভাগ্যদোষে লেখক ক্ষীণদৃষ্টি, নানাস্থানে বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন কি?

কাব্য-কণা।

পৌরাণিক।

ফুলদোল।

চামেলি, চম্পক, বেলা, যুথিকা, বকুল,
মালতী, মল্লিকা আদি ফুটে কত ফুল।
বৈশাখের পূর্ণিমায়, কৌমুদী মাখিয়া গায়,
হাসে ধরা রসে ভরা সৌরভে আকুল।
ফুল্লমুখী রাধা সনে, দোলে শ্যাম ফুল্লমনে,
ফুলে ফুলে পড়ে ঢলে, কি শোভা অতুল।
ফুলের বাজু ফুলের বালা, ফুলের নূপুর ফুলের মালা,
ফুলের অঙ্গ ফুলে ঢাকা, ফুলে বেড়া চুল।
ফুলের আসন ফুলের ভূষণ, ফুলে ভরা কুঞ্জকানন,
ফুলবাস ছড়ায়ে পবন, উল্লাসে ব্যাকুল।
ও যুগল শোভা হেরে, যুড়িয়া যুগল-করে,
যুগল চরণ সেবা চাহে এ বাতুল। ১

জামাইষষ্ঠী।

জষ্টি মাসে ষষ্ঠীবাটা জামাই আসবে ঘরে,
গৃহিণীগণ মনের মতন কতো আয়োজন করে।
কেউ আন্‌ছে আমকাঠাল, কেউ সাজাচ্ছে বাটা,
কেউ ভাজছে লুচি কচুড়ি, কেউ রাঁধছে পাঁঠা।
কেউ কিন্‌ছে মণ্ডামিঠাই, কেউ বা আনারস.
ভাবছে সবাই কিসে জামাই থাক্‌বে মেয়ের বশ।
কেউ পরাচ্ছেন গহনাগাটী, কেউ সাজাচ্ছেন বেশ.
কেউ দিচ্ছেন আল্‌তা সিন্দুর, কেউ বাঁধছেন কেশ।
জামাই বাবু হবে কাবু ভ্যাবাগঙ্গারাম,
দেখলে মেয়ে গোলাম হয়ে রবে অবিরাম।
মনমজানো প্রেমগজানো যার যা কিছু আছে,
ছুড়িগুলো শিখছে সে সব বুড়িদের কাছে।
ছিটে ফোঁটা যে যা জানে কর্ত্তেছে সবাই,
শাশুড়ীদের তন্ত্রে মন্ত্রে বলিহারি যাই। ২

দশহরা।

সুরধনি! বিশ্বপাতা বিষ্ণুর চরণে,
সংগীতে জনম তব ভূভার হরণে।
প্রজাপতি কমণ্ডলে, ধরিলা পবিত্র বলে,
মৃত্যুঞ্জয় শিরে বাস জটা আভরণে।
হিমাচল আলিঙ্গিয়া, কত দেশ প্রবাহিয়া,
কলনাদে ধাও মাগো সাগর মিলনে।
তুমি মা সলিলাকারা, প্রেমের পীযুষ ধারা,
উর্ব্বরা এ বসুন্ধরা তোমারি প্লাবনে।

অশেষ মলনাশিনি, পতিত-জন-তারিণি,
পুণ্যময় তোর কোলে না ডরি মরণে। ৩

স্নানযাত্রা।

মাহেশে কে স্নানযাত্রা দেখতে যাবি আয়,
(ওই) সোণামুখী পান্‌সী খানি নাচ্‌তেছে গঙ্গায়।
চেপে ধরে হাল, তুলে দেনা পাল,
দাঁড়ি মাঝি সবাই আজি হাসিভরা গাল,
(আবার) উজোন বেয়ে ছুট্‌বে ধেয়ে দক্ষিণে হাওয়ায়।
কত বজ্‌রা, কতো বোট, কতো ইষ্টিমার।
বামুন, কায়েত, বদ্যি, বেনে, কৈবর্ত্ত, ছুতার,
ঘসে মেজে বাবু সেজে ফুর্ত্তি কতো তায়।
কেউ খাচ্ছে সিদ্ধি, চরস, কারো গাঁজায় দম
হুইস্কি সেরি ব্রাণ্ডি খাঁটী, কেউ টান্‌ছে রম,
কেউ গড়িয়ে কুপোকাত ভরপুর নেশায়।
(কতো) পদি খেঁদী বিন্থ নেদী মিতিন গঙ্গাজল
বাবুর সঙ্গে রসরঙ্গে ভাবে টলমল;
(আবার) গাচ্ছে মধুর বাজছে ঘুমুর আল্‌তা মাখা পায়।
কোথায় মাহেশ কোথার ঠাকুর কেই বা করে খোঁজ
হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে ঘুর্চ্ছে মগোজ;
(আবার) কে কতো বেহদ্দ বখা জানান দিতে চায়।
বাহিরেতে চকচকানি ভেতর ভরা খড়ে
হদ্দো হলো হিঁদুয়ানি এঁদের হাতে পড়ে;
(মিছে) ব্যাখ্যা করে বোলবো কতো বোঝ ইসারায়। ৪

রথযাত্রা।

ছেড়ে যেওনা শ্রীপতি,
সকাতরে যোড়করে করি হে মিনতি,
আঁধার করে ব্রজধাম, কোথা যাও হে ঘনশ্যাম!
ব্যাকুলা অবলা কুলে করিয়া দুর্গতি।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি মান তুমি প্রাণ,
তুমি বিনা শ্রীরাধার নাহি অন্য গতি।
জীবন যৌবন কায়, সঁপিয়াছি তব পায়,
ক্ষণ না দেখিলে তোমায় মরিবে শ্রীমতী।
আমরা লুটাই পথে, চালাইয়া দাও রথে,
ব্রজাঙ্গনাগণে দোলে তবে কর গতি। ৫

রথ রাখ, রথ রাখ হরি, ব্রজ ছেড়ে কোথায় যাবে?
গোকুলে অকুলে ফেলে, বলো নাকি সুখ পাবে।
অক্রূর নিঠুর অতি, লয়ে পলায় ব্রজপতি,
ব্রজবাসীর কি দুর্গতি বারেক তা নাহি ভাবে।
কাঁদে সখী, কাঁদে রাধা, কাঁদে নন্দ মা যশোদা,
সখা বলে রাখালগণে বলনা কার মুখ চাবে। ৬

পুনর্যাত্রা।

ওই যায় যায় শ্যামরায়,
ফিরাইতে প্রাণনাথে কে কে যাবি আয়।
ধুরে ধরিয়া রথে, ফিরাইব অর্দ্ধ পথে,
গলেতে অঞ্চল বাঁধি, লুটাইব পায়।

না জানি কি অপরাধে, ভাঙ্গিয়া প্রেমের বাঁধে,
ব্রজ ছাড়ি ব্রজপতি পলাইতে চায়।
একি দেখি কপাল মন্দ. মা যশোদা, পিতা নন্দ,
কেহই কি না পারিল নিবারিতে তায়।
মাঠে গোঠে সহচর, অভেদাত্মা হরিহর,
ব্রজবালকেরা আজি রহিল কোথায়।
যদি না ফিরাতে পারি, সখি লো চরণে তাঁরি
তাঁরি নাম গান করি, ত্যজিব এ কায়। ৭

ঝুলন যাত্রা।

ঘন গুরু গুরু গরজে বারিদ
মৃদু ঝুরু ঝুরু ঝরে বারি ধারা॥
আঁধার যামিনী উজলা করিয়া
হাসিছে দামিনী পাগলিনী পারা॥
কি শোভা শ্রাবণে আজু কুঞ্জবনে
ঝুলিছে ঝুলনে, শ্যাম রাধাসনে,
পুলকিত মনে গায় সখীগণে,
করে দিয়া তালি, প্রেমে মাতোয়ারা।
ব্রজাঙ্গনা মন হরণ করে হরি
ভুবন মোহন বাজায় বাঁশরী
শুনিয়া সে রব যমুনা-লহরী
বিলোল কল্লোলে হোলো দিশেহারা।
বিপুল পুলকে ময়ূর ময়ূরী—

ছড়ায়ে কলাপ বিকাশে মাধুরি
ঘন কেকা রবে নাচে ফিরি ঘুরি ;
মৃগ-মীনগণ চেতনা হারা।
সুমঙ্গল ধ্বনি করিছে চাতকী,
ছড়ায় সৌরভ কদম্ব কেতকী,
ভাবে গদ গদ এ শোভা নিরখি
বিভোর ভক্তের নয়ন তারা। ৮

জন্মাষ্টমী।

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে নিশাঘোর অন্ধকার,
দৈবকীর কোলে শিশু আলো ক'রে কারাগার
নবীন নীরদ প্রায়, চতুর্ভূজ শ্যাম কায়,
শ্রীচরণে শোভা পায় বজ্রাঙ্কুশ পতাকার।
ভক্তি গদগদ স্বরে, বসুদেব স্তুতি করে
পুলকে লোচন ঝ'রে, ঘুচেছে শৃঙ্খল ভার।
সাধুরে করিতে ত্রাণ, দণ্ডিতে দুষ্টের প্রাণ—
যুগে যুগে ভগবান অবনীতে অবতার। ৯

———

বল বল বসুদেব কারে তুমি কর পার ?
ও ছেলে সামান্য নয় গো ভবার্ণবে কর্ণধার।
আগে মায়া শিবা ধায়, অনন্ত পশ্চাতে যায়
আনন্দেতে আন্দোলিত কাল জল যমুনার।
অলীক মায়ার বশে, মুগ্ধ হয়ে স্নেহ-রসে
জগত জনকে কেন পুত্র ভাব আপনার ?

আজিকে কংশের ভয়ে, পলাইছ যারে লয়ে
একদিন তাঁর হাতে ভারত হবে উদ্ধার।
পাষণ্ড মণ্ডল দ'লে, কুরুক্ষেত্র রণস্থলে
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য গীতায় করিবেন সুপ্রচার। ১০

নন্দোৎসব।

কি আনন্দ গোপবৃন্দ আজু নন্দ-ভবনে।
শ্রীগোবিন্দ মুখচন্দ্র হেরি যুগল নয়নে।
আমোদে উন্মাদ প্রায়, কেহ নাচে কেহ গায়
কেহ দধি হরিদ্রায় মাখাইছে যতনে।
কেহ মাখে কাদামাটী গণ্ডগোল হুটোপাটী
অগুরু চন্দন বাটি ছড়াইছে সঘনে।
নাহি লজ্জা নাহি ত্রাস, আলুথালু ভূষাবাস
রামাগণ সঙ্গে তার, হুলুধ্বনি বদনে।
বাজে করতাল খোল, উচ্চনাদে হরিবোল।
এ উহারে দেয় কোল বিগলিত বসনে। ১১

রাধাষ্টমী।

কনক-কমল-দামে বালার্ক-বরণী।
কে ও বামা নিরুপমা ভুবনমোহিনী।
ঘোর মায়াজালে যার, বিজড়িত এ সংসার,
অনাদ্যা প্রকৃতিরূপা রাধা বিনোদিনী।
মধুর প্রেমের রসে, ভুলাইলা হৃষীকেশে,
আরাধিকা শ্রীরাধিকা ইন্দুনিভাননী।
হেন কন্যা কোলে আজ, ধন্য বৃষভানু রাজ,
ধন্য হোলো বংশ তাঁর, ধন্য এ ধরণী। ১২

ষষ্ঠী আগমনী। *

বিলম্বে কি কাজ, যাও গিরিরাজ!
এনে দাও আমার পরাণ পুতলী।
সম্বৎসর গত মুখে কব কত
মরমে গুমুরে যে জ্বালায় জ্বলি।
উমা যে আমার সরলা ললনা
ভাল মন্দ বাছা কিছুই তো জানেনা
ভিখারির ঘরে দারিদ্র যাতনা
সবে সে কেমনে—বোঝত সকলি।
ভূষণ দূরে যাক, অশন বসন—
পায় কি না বাছা জানি না কেমন;
তুমি তো পাষাণ ভাবনা কখন,
মার প্রাণ পোড়ে, তাই তোমায় বলি।
সবে মাত্র কন্যা উমা যে আমার—
বুক চেরা ধন, সংসারের সার,
তাই তোমায় যেতে বলি বারবার,
কোলে এনে দাও সোনার কমল কলি। ১৩

সপ্তমী।

শারদ সপ্তমী উষা গগণেতে প্রকাশিল,
দশ দিক আলো করে দশভূজা মা আইল।
কখন আসিবে মেয়ে, ছিলাম তার-পথ চেয়ে
এস যাই আনি ধেয়ে হৃদি কমল বিকশিল।

ধূপ দীপ গঙ্গাজল, আম্রশাখা, বিল্বদল,
পূর্ণ ঘটে সুমঙ্গল, রম্ভা তরু দ্বারে দি লো।
সিংহ পৃষ্ঠে ভবরাণী, গুহ, গজানন, বাণী,
সঙ্গে লয়ে নারায়ণী, বিজয়া জয়া দাসী লো।
চণ্ডী-পাঠে শুদ্ধ হিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া,
চল সখি হুলু দিয়া, বরণ করে মা আনি লো। ১৪

বলরে অসুর ভাই, কত জন্ম পুণ্যফলে—
পেয়েছিস্ আশ্রয় তুইরে জগদম্বার পদতলে।
দেব দেব যা বুকে ধরে, বিরিঞ্চি যা বাঞ্ছা করে,
হেন পদ রত্ন তোরে, দিয়েছেন মা অবহেলে।
বাঁধা মায়া নাগপাশে, দুর্ভাগ্য কেশরী-গ্রাসে,
আমি যে রে তোরি মত, বুকে ধরি শোক শেলে।
এক দৃষ্টে মার পানে, তাকাই কাতর প্রাণে,
তবু তো মার হয় না দয়া, এ জীবন গ্যালো বিফলে।
লোকে চোরা বলে তোরে, বল্‌না কি তপস্যা জোরে,
অভয়ার করুণা চুরি কর্ত্তে পারি কি কৌশলে? ১৫

(অষ্টমী)

হের হের গিরিবর তমোহরা তারা ওই।
মহিষ-মর্দ্দিনী রূপে বিরাজে মা ব্রহ্মময়ী।
দশভূজা দশ করে, দশ প্রহরণ ধরে,
দনুজ দলন তরে চামুণ্ডা জগত জয়ী।

দুর্গে দুঃখ বিনাশিনী, ধন বিদ্যা প্রদায়িনী,
অভয়ে সুখ দায়িনী, আদি অন্ত পাই কই।
সুরাসুর নাগ নরে, যোড় করে স্তুতি ক'রে,
এসো গিরি ভক্তিভরে চরণে শরণ লই। ১৬

(নবমী)

যেওনা নবমী নিশা কাঁদায়ে এ দুখিনীরে।
তুমি গেলে প্রাণের উমা কৈলাসেতে যাবে ফিরে।
কতই না সাধনা করে, পেয়েছি তিন দিনের তরে,
কত আশা হৃদে ভরে রেখেছি তা কবো কিরে।
কি খাওয়াই, কি পরাই, সদাই আমি ভাবি তাই,
হৃদয় সুস্থির নাই, কিসে তুষি তারিণীরে।
না পুরিতে সাধ মোর, এ কিরে বিপদ ঘোর,
যামিনী যে হয় ভোর, তাই ভাসি আঁখিনীরে। ১৭

বিজয়া দশমী

নিতান্ত যাইবি যদি বল্ মা ফিরে আস্‌বি কবে,
তোরে না হেরিলে উমা এ দেহে কি প্রাণ রবে।
কত জন্ম পূণ্য ফলে, পেয়েছি মা তোরে কোলে,
কঠিন হয়ে যাবি চলে, মা বোলে আর কে ডাকিবে।
তিরপিত নহে আঁখি, দেখিস্ বাছা দিস্‌নি ফাঁকি,
দেখা দিস্ মা হৃদে থাকি, তারা বলে ডাক্‌বো যবে।
বিশ্বরূপা তুই মা তারা, জগদ্ব্যাপ্তা শিবদারা,
স্নেহে হই মা জ্ঞানহারা, এ মোহ কি ঘুচাইবে। ১৮

(হরগৌরী)

রজত-ভুধর কোলে হের উমা আলো করে।
সঙ্গে লয়ে বাণী, রমা, ষড়ানন, লম্বোদরে।
শৃঙ্গা আর ডমরু করে, বৃষভ বাহনোপরে,
ভূজঙ্গ ভূষিত ভোলা, কটি ঢাকা বাঘাম্বরে।
কোটি শশধর জিনি, মাঝে মা বিশ্বজননী,
সলজ্জা বালিকা যেন মৃদু হাসি বিম্বাধরে।
মহিষমর্দ্দিনী রূপে, ভয়ে যে মা প্রাণ কাঁপে,
হরগৌরী শান্ত মূর্ত্তি, মনের তিমির হরে।
ভিক্ষা চাই মা যোড় করে, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে
এমতি শান্তির কান্তি বিরাজে মা নারীনরে। ১৯

হের আজ গিরিরাজ কি শোভা ভবনে।
গিরিজারে লয়ে ভোলা বলদ বাহনে।
সরস্বতী পদ্মাবতী, কার্ত্তিক আর গণপতি,
চৌদিকে বেষ্টিত দেখ কত দেবগণে।
স্বস্তিক সিন্দুর শাঁখা, পূর্ণ কুম্ভে আম্রশাখা,
রাঙ্গাসাটী চাঁদমালা নানা আভরণে।
বিল্ব জবা গঙ্গাজল, চণ্ডিপাঠে সুমঙ্গল,
জয়দুর্গা বলে হোম কর হুতাশনে। ২০

ঐ এলো হরপার্ব্বতী গিরিপুরী আলো করে।
কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী, সরস্বতী বীণা ধরে।

পূর্ণঘটে গঙ্গাজল, আম্র-শাখা, বিল্বদল,
হুলুধ্বনি, শঙ্খঘণ্টা বাজালো প্রমোদ ভরে।
জ্বেলে দে হোমের কাঠ, শুদ্ধ মনে চণ্ডীপাঠ,
নৈবেদ্য বরণডালা সাজিয়ে দে না থরে থরে।
শাঁখা সাড়ী সিন্দুর দিয়ে, আরতি চামর লয়ে,
পূজিব জামতা মেয়ে, এলো সংবৎসরের পরে। ২১

কোজাগর লক্ষ্মীপূজা।

ঘুমুস্‌নে ভাই খেলনা পাশা দেখনা খাসা চাঁদ উঠেছে।
বর্ষা গেছে ফরসা হয়ে, চারিদিকে ফুল ফুটেছে।
ক্ষেতেতে ফলেছে ধান, পোহাবারো মারবো দান,
নেচে গেয়ে রাত কাটাবো, মনের মতন লোক জুটেছে।
গোলা খামার মড়াই ভরে, লছ্‌মী মারে রাখবো ধোরে
সোণার বাংলায় ঘরে ঘরে হাসি খুসির বান ছুটেছে। ২২

শ্যামাপূজা।

নিষ্ক্রিয় চৈতন্য মাত্র পুরুষের বক্ষোপরে—
কে তুমি মা নাচো শ্যামা দিগম্বরী রঙ্গভরে?
সৃষ্টির আদর্শ সার, গলে নর-শিরো-হার,
সর্ব্বকর্ম্মে সুনিপুণ কাঞ্চি বেড়া নর করে।
এক দিকে বরাভয়, সৃজন পালন হয়,
অন্য দিকে অসি মুণ্ড জগত ধ্বংসের তরে।
অহংকার রসনায়, রণবেশে জানা যায়,—
'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন জীবন সমরে।

ত্রিনয়নে তিন কাল, অনন্ত ও কেশ জাল,
সাংখ্যমতে তুমি কি মা প্রকৃতীর মূর্ত্তি ধরে? ২৩

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

এস এস দাদা ভাই বোসো এ আসনে।
তোমার ললাটে ফোঁটা দিব শুভক্ষণে।
হরিদ্রা, চন্দন, চুয়া, ধর ধর পান গুয়া,
ধান্য দূর্ব্বা মাল্য লও প্রফুল্ল বদনে।
ভায়ের কপালে ফোঁটা, যমের দুয়ারে কাঁটা,
যমুনার প্রীতি বড় ভ্রাতার অর্চ্চনে।
সুখে বসি অন্ন খাও, দীর্ঘ পরমায়ু পাও,
এই ভিক্ষা মাগি সদা যমের চরণে। ২৪

জগদ্ধাত্রী পূজা।

অতসী কুসুম শ্যামা কে বামা কেশরী'পরে,
প্রমত্ত মাতঙ্গে মাতা হেলায় দলন করে।
স্থিরা সৌদামিনী প্রায়, স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় কায়,
পাপ তাপ দূরে যায়, মনের তিমির হরে।
শক্তিরূপা সনাতনী, নিত্যা, সত্যা, কাত্যায়নী!—
তুমি মা বিশ্বজননী, দয়া করো এ কিঙ্করে। ২৫

(অন্নকূট যাত্রা)।

নেহার নয়ন আজি কি আনন্দ বৃন্দাবনে।
অন্নকূটে যাতি ছুটে ব্রজাঙ্গনা জনে জনে।

অধরে মধুর হাসি, রাঁধে অন্ন রাশী রাশী,
শাক, সুক্ত, ভাজা পোড়া ঝাল, ঝোল চচ্চড়ি সনে।
রাঁধে কতো বড়া পিঠা, পরমান্ন বড় মিঠা,
কচুড়ি, খিচুড়ি অন্ন, নানাবিধ আয়োজনে।
সিঙ্গেড়া পকুড়ি পুরি, চাটনি, আচার ঝুরি,
নিমকি পাপড় ভাজা, দমে বাটা গোটা ধনে।
সন্দেশ, মিঠাই ছানা, খির, সর, দধি নানা
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়, ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদনে।
সাজাইয়া থরে থরে, দেখ রাধা দামোদরে,
ভোগ দিয়া ভক্তিভরে বিতরিছে ভক্তগণে। ২৬

রাসযাত্রা।

সুনীল আকাশে, শশধর হাসে,
কৌমুদী বিলাসে বিভোরা মেদিনী।
যমুনার জলে, শশীলেখা জ্বলে,
মৃদু কলকলে গায় তরঙ্গিনী।
বিকচ-কুসুম স্তবক-লতায়
মণি রত্ন কত জ্বলিছে পাতায়
কিবা ঝিকিমিকি চারু তারকায়
উজ্জল মধুরে সেজেছে যামিনী।
এ সুখ নিশীথে, আজু বৃন্দাবনে
বিলসতি শ্যাম ব্রজাঙ্গনা সনে
বাজিছে মুরলী মধুর নিস্বনে
মিশিতেছে তায় নূপুর কিঙ্কিণী।

জনে জনে হরি ধরি করে করে,
নাচিছে গাইছে প্রেমানন্দ ভরে,
আমারি 'এ কান্ত' একান্ত অন্তরে
ভাবে মুগ্ধা যত গোপ-সিমন্তিনী।
অনন্ত-সুন্দর, মদন-লাঞ্ছন,
পূত তীর্থাস্পদ, বিশ্ববিনোদন,
অসার সংসার ছার পরিজন,
নাহি চায় আর রাসবিহারিণী।
সর্ব্বভূতে যিনি সদা বিরাজিত
বুঝিতে না পারি মায়ায় মোহিত
জ্ঞাননেত্র কবে হবে উন্মিলিত
অনন্ত-সুন্দরে হৃদে লব চিনি। ২৭

কার্ত্তিক পূজা।

কাঞ্চন লাঞ্ছন কান্তি ময়ুর বাহনে।
বিভূষিত বরবপু বিবিধ ভূষণে।
হাতে লয়ে ধনুঃশর, তুমি নাকি শক্তিধর
দেব সেনাপতি, রক্ষা কর দেবগণে।
অমর-বৃন্দের ত্রাস, তারকে করেছ নাশ,
রুদ্র তেজে আবির্ভাব জন্ম হুতাশনে।
ছয় মুখে স্তনপান, বলদৃপ্ত তেজীয়ান,
সুগঠিত কলেবরে জিনেছ মদনে।

চির ব্রহ্মচর্য্য রত, আজন্ম কৌমার ব্রত
কখনো ভোলেনি মন, নারী-প্রলোভনে।
ভারতে তোমার মত, জনমে সন্তান যত,
বীর নারী এ সাধনা করে এক মনে। ২৮

পিঠাপার্ব্বণ।

ভোরের বেলা কন্‌কনে শীত গরম কাপড় গায়,
শিশুরা সব গঙ্গাস্তব বন্দমাতা গায়।
মকর স্যাংক্রাণ পিঠে পার্ব্বণ বাঙ্গালীর ঘরে
গিন্নিবান্নি শশব্যস্ত চাল কোটবার তরে;
নেয়েধুয়ে শুদ্ধ হয়ে ধুচুনি হাতে লয়ে,
ঢেক্‌শেলেতে ঢুকচেন সবাই এক জোট হয়ে।
কেউ দিচ্ছেন ঢেঁকিতে পাড়, কেউ দিচ্ছেন সেঁকে,
কেউ দিচ্ছেন গুড়েতে জ্বাল নারকেল কুরি মেখে।
আলুপিঠে, সিদ্ধপিঠে, ভাজাপিঠে আর,
নলেন গুড়ে খিরের পিঠে আস্বাদ চমৎকার।
আস্কে ভাজা সরুচাকলি কতই প্রকার,
শীতের রেতে গরম খেতে তৃপ্তি রসনার।
ভাগ্যিমানের গিন্নি হাসে, অভাগা খায় গাল;
পেটে খেলে পিঠে সয় জানি চিরকাল।
তাড়াতাড়ি কাজ সারি বাড়ি যাবার ধুম,
শ্যালডাক্‌লে ঘরে নেবেনা, গিন্নির হুকুম। ২৯

শিবরাত্রি।

দেখরে নয়ন আজি কি শোভা কৈলাস ধামে।
বসেছেন ধূর্জ্জটী ওইরে গিরিজারে লয়ে বামে।
শার্দ্দূলের চর্ম্মোপরে, বিল্ব মূল আলো করে,
জটাজুট বহি ঝরে গঙ্গাবারি অবিশ্রামে।
আধ চাঁদ শোভে ভালে, ববম্ বম্ রব গালে,
নীলকণ্ঠ বিজড়িত মণিময় ফণী দামে।
পড়িয়া চরণ তলে, ভাসিছে নয়ন জলে,
উন্মত্ত অবোধ ব্যাধ শিব শিব শিব নামে। ৩০

দুমুঠো বেলের পাতা মিশাইয়া গঙ্গাজলে।
ভক্তিভরে আপন করে খ্যাপার মাথায় দিব ঢেলে।
ভাঙ ধুতুরা সিদ্ধি গাঁজা, পেলে তুষ্ট ভুতের রাজা,
বোম্ ভোলানাথ বগল বাজা (এমন) দয়াল ঠাকুর আর কি মেলে॥
চাইনে বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান, চাইনে তপ জপ ধ্যান,
বিল্বপত্তর করে দান, তরে গেছে বেদের ছেলে। ৩১

শ্রীপঞ্চমী।

বসন্ত পঞ্চমী উষা পূর্ব্বাকাশে বিকশিল।
শ্বেত শতদল মাঝে বীণাপাণী বিরাজিল।
মৃদুল মলয় বায়, কোকিল পঞ্চম গায়
কলস্বরে অলিকুল বীণা নাদে ঝঙ্কারিল।
প্রকৃতি সোহাগে হাসি, ছড়ায় রূপের রাশী
নব পল্লবিত কত তরুলতা মুঞ্জরিল। ৩২

ওমা ছাড়লি পাগল করে (ওমা বাণি, বীণাপাণি গো)
ছেঁড়া ট্যানা সার করেছি (ও) তোর চরণ পাবার তরে
দারা সুত পরিবার, কতই বলে অনিবার,
তবু কেন কল্পনার, বেড়াই আঁচল ধরে ?
করলে রমার উপাসনা, মিল্‌তো কতো রূপো সোণা,
ঘুচে যেত এ যাতনা, সুখে থাকতেম ঘরে।
বীণার ঝঙ্কার শুনে, প্রকৃতির অন্বেষণে—
ধেয়ে বেড়াই বনে বনে, পেট কাঁদে, চোক ঝরে। ৩৩

দোলযাত্রা।

আনন্দ নিনাদে আজি মুখরিত বৃন্দাবন,
বসন্ত উৎসবে মগ্ন মত্ত ব্রজবাসীগণ।
সুচারু বসন পরি, পিচকারি করে ধরি,
আবির গুলাব বারি, রঙ্গে করে বরিষণ।
আমোদে প্রফুল্ল প্রাণ, নর নারী নাহি জ্ঞান,
আবাল বৃদ্ধ বনিতা উৎসবেতে নিমগন।
বেণু ডম্ফ করতাল. বাজাইয়া তালে তাল,
নাচে গায় ছোটে লোটে, হাসিভরা চন্দ্রানন।
কমনীয় কণ্ঠ ফুটে. সঙ্গীত লহরী উঠে,
মাধুরী বাড়ায় তার কিঙ্কিণি কঙ্কণ।
ঘর দ্বার পথ ঘাট, তরু লতা কুঞ্জ মাঠ,
আবিরে রঞ্জিত সব লোহিত বরণ। ৩৪

আবির মাখায়ে রাইকে কি শোভা বাড়াবে তার,
রাইয়ের বরণ তরুণ তপন কাঁচাসোনা মানে হার।
রাইয়ের রূপে জগত আলো, সকলেই তা জানে ভাল,
গোলাপে অলক্ত ঢেলে, (ছিছি) লোক হাঁসাইও না আর।
(তুমি) নিজের কালো বরণ ঢেকে, রাঙ্গা হওগে আবির মেখে,
(তখন রায়ের) রাঙ্গা পায়ের যোগ্য হবে যা মাথায় ধরো বারেবার।
৩৫

আবির মেখে কালো ঢেকে লাল করেছ অঙ্গ,
এখন তোমায় চেনা যে দায়, ও শ্যাম ত্রিভঙ্গ।
তখন ছিলে বংশীধারী, আজ করেতে পিচকারি,
কাঁচপোকার রূপ ধরেছে আরশুলা পতঙ্গ।
ভোল ফিরাতে তোমার মতন, ত্রিজগতে নাই কো দুজন
এ সংসারে ওলট পালট তোমারি ত রঙ্গ। ৩৬

অন্নপূর্ণা।

অষ্টমীর শশী ভাসে বিমল বসন্তাকাশে।
কেও কান্তিমতী রামা সে চাঁদের গৌরব নাশে।
স্বর্ণ সিংহাসনে স্থিতা, স্বর্ণ লজ্জাবতী লতা,
সোনার হাতে সোনার হাতা ভিক্ষা দিচ্ছেন কৃত্তিবাসে।
ত্রিলোক আকুল প্রাণে, চেয়ে আছে ওঁর পানে
ওমা কৃপা কণা দানে তৃপ্ত কর তোর দাসীদাসে ৩৭

ঘণ্টাকর্ণ পূজা।

খুদে খুদে ছোকরা গুলি, মালকোছা মেরে,
ভোরের বেলায় নাছদরজায় দাঁড়িয়ে লাঠী ধরে।
কানা কড়ি ছুতো হাঁড়ি, গোবর ছেড়াচুল,
মসুর সিঁদুর হলুদে কানি তায় ঘেঁটুর ফুল।
বাম হাতে পূজো, সাঙ্গ ধপাস্ লাঠীর ঘায়
খোস পাঁচড়া নিয়ে ঘেঁটু হচ্চেন বিদায়। ৩৮

চড়কপূজা।

চৈত্তির মাসে, চড়ক পূজো বছোর হোল শেষ,
চড়চড়াচড়, বাদ্যি বাজে, মাতিয়ে তুল্লে দেশ।
বামুন চামার কায়েত কামার শেকরা ছুতোর মুটে,
গাজন তলায় সন্ন্যাস করে এক সঙ্গে জুটে।
বাবার কাছে সবাই সমান, জাতের বিচার নাই,
পৈতে বাঁধা বিল্বিপত্তর গলায় দেছে তাই।
সিদ্ধি গাঁজা চরস তাজা কসে দিচ্ছে টান;
বোম ভোলানাথ, শিবো শিবো, খুলে গেছে প্রাণ।
কাঁটা বঁটি ঝুল ঝাঁপ কতই মাথা চালা,
বাবার মাথায় দই চন্নন গঙ্গাজল ঢালা।
পুকুর থেকে চড়ক গাছটা আনলে টেনে তুলে,
খাড়া কল্লে মাচা বেঁধে সাজিয়ে ফলে ফুলে।

কোমরেতে গামছা বেঁধে, রসি ধ'রে পাক,
'দে পাক দে পাক', বলে ঘন ঘন হাঁক।
গলা কোমর পিট ফোঁড়া এখন গেছে উঠে,
তখন কতো রক্তপাত হোতো ক্ষতো ছুটে।
অসম্ভব লোকের ভিড় ঠেলে চলা দায়,
গোলাপিখিলি চানাচুড় বেধড়ক বিকায়।
টিন মাটী কাঠের খেলনা দোকানের জাঁক ভারি,
মাগী মিন্‌সে ছেলে বুড়ো কিন্‌ছে সারি সারি।
হুটোপাটি ছুটো ছুটি মহা গণ্ডগোল,
সজনে খাঁড়া পড়ল ফেটে, হরি হরি বোল। ৩৯

অন্যান্য।

মধুর হাসি মধুর বাঁশী মধুর চোখে চায়।
মধুর তানে মধুর প্রাণে মধুর মধুর গায়।
মধুর বসন্ত রাতী, মধুর চাঁদের ভাতি,
মাধুরী ছড়ান কত মৃদু তারকায়।
মধুর কদম্বতল, মধুর যমুনা-জল,
সুমধুর কলরবে লহরী খেলায়।
মাধুরী মাখান ফুলে, মধুর মলয়ে দুলে,
মুগ্ধ মধুপ পুঞ্জ মধু যাচে তায়।
আয়লো মাধবি ভাই, মধুবনে ত্বরা যাই,
মধুরিপু পদে গিয়া সঁপিব এ কায়। ৪০

কেন বারে বার, নয়ন আমার—
ফিরে ফিরে চায় (ওই) চাঁদ পানে ?
নিকুঞ্জ কাননে, বিহঙ্গ কূজনে,
কার কণ্ঠস্বর অনুভব কানে ?
বিকচ সুহাস, কমলের বাস,
কার দেহ গন্ধ ভরি দেয় ঘ্রাণে ?
কোমল সুধীর, মলয় সমীর—
কার সুকোমল স্পর্শ দেহে আনে ?
অমিয় ধারায়, রসে রসনায়,
পুলকিত কায়, কার নাম গানে ?
অনন্ত-সুন্দর, বিশ্ব-মনোহর
শ্যাম নটবর জাগিছে প্রাণে।
শুন সহচরি, আপনা পাসরি,
দিবস শর্ব্বরী থাকি তাঁর ধ্যানে। ৪১

শ্যাম সাগরে যে ডুবেছে তার কিবা কলঙ্কের ভয় ?
অন্তর বাহির রাধার শ্যাম শ্যাম শ্যামময়।
জীব জন্তু লতা পাতা, সেই শ্যাম সূত্রে গাঁথা,
জল স্থল চরাচর শ্যামেতে উদয় লয়।
রূপভেদে গুণভেদে, শ্যাম নাম গায় বেদে,
ভক্ত বিনা কে বুঝিবে শ্যামের স্বরূপ পরিচয়। ৪২

রাধা মাধব রূপে মজিল পরাণ সই,
আমরা সবাই সেবাদাসী, জানি না সে চরণ বই।
জড়েতে চৈতন্য মেলা, প্রকৃতি পুরুষ খেলা,
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা, বুঝিতে পারিলো কই।
দেহ বৃন্দাবন মাঝে, মানস যমুনা আছে,
চিত্ত কুঞ্জ বোসো সেজে, যুগল শোভা হেরে লই।
প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ, সখ্য, দাস্য-দশা,
সদা তাই করি আশা, অন্য অভিলাষী নই। ৪৩

চল সখি যাই অভিসারে।
দেখলো সজনি, গভীরা রজনী,
আবৃতা মেদিনী, নিবীড় আঁধারে।
দিবাচর যত, সবে নিদ্রাগত,
আকাশের তারা, তাঁরা মেঘাবৃত,
জনহীন তাহে নিকুঞ্জের পথ,
সুমঙ্গল চিহ্ন হের চারিধারে।
খুলে নাও সখি মুখর মঞ্জীর,
কিঙ্কিণী মেখলা ঘুচাও কটীর,
নীলাম্বরে দাও ঢাকিয়া শরীর,
গুরুজন যেন জানিতে না পারে।
সুবাস কুসুমে গাঁথিয়াছি মালা,
অগুরু চন্দনে মৃগমদ ঢালা,
কর্পূর তাম্বুলে সাজায়েছি ডালা,
সখারে পূজিব চারু উপহারে।

নিভৃত নিকুঞ্জে কদম্বের মূলে,
বিষাদে মাধব, কালিন্দীর কূলে,
ভুবন ভুলান বেণুনাদ তুলে,
সঙ্কেতে দাসীরে, ডাকে বারে বারে।
নবাম্বু পিপাসী চাতকীর প্রায়,
নবীন নীরদে নিরখিতে চায়,
কায়া পিছে যায়, মন আগে ধায়,
দ্রুত লয়ে চল অধীরা রাধারে। ৪৪

সখি! শ্যাম আমার।
কলঙ্ক বলিয়ে ভেবনা সজনি,
সে যে মাথারমণি, হৃদে অলঙ্কার।
এ নশ্বর দেহ এ ছার জীবন—
যাঁর শ্রীচরণে করেছি অর্পণ;
তাঁর কাছে কিবা গৃহ পরিজন,
কূল শীল মান সকলি অসার।
অনন্ত-সুন্দর, মদন-লাঞ্ছন,
পূত তীর্থাস্পদ, ভূবন-রঞ্জন,
আনন্দ-বিগ্রহ, নিত্য নিরঞ্জন,
শ্যামকে চিনিবে হেন শক্তি কার?
লোক অপবাদে রাধা নাহি ডরে,
রাধা কলঙ্কিনী, বলুক ঘরে ঘরে,
ডুবেরব সই কলঙ্ক সাগরে,
গতি মতি মুক্তি শ্যাম রাধিকার।

দেহ সনে শ্যামের সম্বন্ধ তো নাই,
হৃদি পদ্ম মাঝে দেবতার ঠাঁই,
অখিল-প্রেমের মূরতি কানাই,
সগুণ নির্গুণ, মুগ্ধ ত্রিসংসার।
সতীত্ব নারীর পরম রতন,
সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম,, আত্মা, কায়া, মন,
শ্যাম পদে সই দিয়া বিসর্জ্জন,
আমিত্ব বিহীন হবো আপনায়। ৪৫

ওমা ত্রিগুণা।
সকলি যে দেখি মা তোর বিপরীত কারখানা।
ও তোর হেলা দোলা লীলা, খেলা বোঝা গেল না।
মেনকার জঠরে জন্ম, তোর আদি অন্ত কেউ জানে না।
পাষাণের মেয়ে তুই মা (কিন্তু) মূর্ত্তিমতী করুণা।
পতির বুকে মারিস্ লাথি এ কেমন সতীপনা।
ত্রিলোকের জননী হয়েও তুমি চির-যৌবনা।
কুলের কুমারী কেন রণমাঝে নগনা?
সর্ব্বলোক আছিস্ ব্যেপে, তবু চখে দেখিনা।
কুবের তোর চরণ তলে, তুই ভিখারীর অঙ্গনা।
(ও তোর) কালোরূপে ভুবন আলো, মনের কালো থাকে না।
তাইতো বলি ওমা কালি, কিছুই বোঝা গেল না। ৪৬

ধন্য যিশু মেরী শিশু ঈশ্বর-নন্দন।
আদর্শ জীবন তব জগতপাবন।
ঘুচাইতে পাপ ভার, অবনীতে অবতার,
সহিষ্ণুতা ক্ষমাগুণে মোহিত ভূবন।
ভ্রাতৃভাব পরস্পরে, শিখাইলে নারী-নরে,
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু, নীতির বচন।
'প্রেম-ভক্তি বিনীতেন, তৃণাদপি সুনীচেন,
ভাগবত কর্ম্ম যোগে নিষ্কাম সাধন।
আপন শোণিত দিলে, জীবাধমে শিখাইলে,
'তরোরিব সহিষ্ণুতা' বাক্য সনাতন।
নৃশংস ঘাতক তরে, নিজে ক্ষমা ভিক্ষা করে,
ক্ষমা গুণে পরাকাষ্ঠা কোথায় এমন?
পবিত্র চরিত্র বলে, পূজ্য তুমি মহীতলে,
মর্ত্ত্য ভূমে ছড়াইলে, স্বর্গের কিরণ। ৪৭

নেড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, নবীন যৌবন,
দীনবেশে দেশে দেশে ভ্রম কি কারণ?
গৃহেতে বিধুরা দারা, শোকে মাতা আত্মহারা,
কোন দুখে গৃহ-সুখে দিলে বিসর্জন।
সুচারু কাঞ্চন কায়, কেন ধূলা মাখি তায়,
ভস্মেতে ঢাকিতে চাও দীপ্ত হুতাশন।
জীবে দয়া নামে রুচি, যবনে করিলে শুচি,
পাপী তাপী তরাইলে অধম-তারণ।
আপনি আচরি ধর্ম্ম, জীবেরে শিখালে মর্ম্ম,
কি মধুর প্রেমভক্তি, নাম-সংকীর্ত্তন।

জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, ভক্তির পবিত্র বারি
তন্ত্র-দগ্ধ বঙ্গভূমে করিলে সিঞ্চন।
রাজা, রাজ-পারিষদ, ছাড়ি রাজ্য, ধন-মদ,
তোমার চরণ তলে লইল শরণ।
কত না বৈষ্ণবগণে, পাঠাইলে বৃন্দাবনে,,
লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিল রূপ সনাতন। ৪৮

পারমার্থিক।

তুমি না ডাকালে হরি, কে তোমারে ডাক্‌তে পারে?
মায়ার কুহকে পড়ি মত্ত আছি অহঙ্কারে।
অলীক ঐহিক রসে, মগ্ন থাকি মোহ বসে,
ভাবি না কি হবে শেষে, কে তরাবে এ পাথারে
রোগ শোক মনঃক্লেশ, জাগায়ে দেয় উপদেশ,
যেমনি আসে অমনি শেষ, পুনঃ ডুবি অন্ধকারে।
ভক্তি শক্তি নাই আমার, কিসে ভবে হবো পার,
কৃপায় কর উদ্ধার, এ পামর দুরাচারে। ৪৯

ওহে দয়াময় হরি-
আমার মন বোঝেনা কি করি,?
সরল ধর্ম্মের পথে, যেতে চায়না কোন মতে,
অবিরত পাপে রত, তারি ফলে ডুবে মরি।
নাহি মোর পুণ্যবল, ভরসা ঐ পদ কেবল,
অধম-তারণ তরাও যদি, তবেই তো তরি। ৫০

এসেছি জগতে একা, একাই আমি যাবো চলে।
পাপ পুণ্যে সুখ দুঃখ ঘটে বটে কর্ম্মফলে।
জানি ধর্ম্ম পথ তায়, প্রবৃত্তি না যেতে চায়,
অধর্ম্মে নিবৃত্তি নাই, সেই পথে পড়ি ঢলে।
হৃদে থাকি হৃষীকেশ, যাহা দাও উপদেশ,
সেই মত ফিরি আমি, তৃণ সম ভাসি জলে। ৫১

মনে কর শেষের সে দিন শুভঙ্কর।
গঙ্গাতীরে পূণ্যনীরে মগ্ন অর্দ্ধ কলেবর।
মুখে হরি হরি রব, শ্মাশানে জ্বালাবে শব,
পাঁচে পঞ্চ মিশাইবে, দেহ হবে রূপান্তর।
জানি কায়া মিছে মায়া, পাত্র ভেদে রবিচ্ছায়া,
অনিত্য মিশাবে নিত্যে, কি হেতু কাতর। ৫২

কে তুই অনন্ত বিশ্বে? ক্ষুদ্রকণা বালুকার।
তবে কেন মনে তোর, আকাশ যোড়া অহঙ্কার।
জলেতে বুদ্‌বুদ্ উঠে, নিমিষে যাবিরে টুটে,
ধন, মান, পরিবার, কেবা তোর তুই কার।
আপন সন্ততি রেখে, চলে যাবি হেথা থেকে,
জীব হতে জীব-স্রোত, বহে অনিবার।
সদসত বৃত্তি যত, দেহী সনে হয় গত,
আসা যাওয়া অবিরত, এই মাত্র ভবে সার। ৫৩

মার বাছা মার কোলে যাই।
অলীক ঐহিক ভোগে সুখ কিছু নাই।
ধন, মান, যশ আশে, অর্দ্ধাসনে উপবাসে,
এ দেশ সে দেশ করে, কত আর কাটাই।
মিটেছে বিলাস তৃষা, ছুটেছে আশার নেশা,
তবে কেন মরীচিকার পাছু পাছু ধাই।
জীর্ণ দেহ ভেঙে যাক, পুড়ে মন হোক খাক,
স্বরগের সুখ ভোগ, তাও নাহি চাই।
অজ্ঞাত অনন্ত ধামে, মাতৃ ক্রোড় শান্তি নামে,
সংসার সন্তপ্ত প্রাণ যুড়াবার ঠাঁই। ৫৪

ওমা আমি যে তোর জংলা পাখী।
যেমন পেটের জ্বালায় পাখী চেঁচায়,
আমি তোমায় তেমনি ডাকি।
যখন রোগ শোক পরিতাপে, মন পোড়ে কি প্রাণ কাঁপে,
তখনি মা ট্যাঁ ট্যাঁ করি, খাবার পেলেই ভুলে থাকি।
সদা ভাবি অর্থ কাম, না শিখিনু আত্মারাম,
এ সংসারের দাঁড়ে বসে, মায়ার শেকল ঘুচবে না কি? ৫৫

বিধাতার কি চুলচেরা বিচার,
ধনী, মানী, মূর্খ, জ্ঞানী, কারও নাই নিস্তার।
সদসৎ যে যাহা করে, সদ্য কিম্বা যুগান্তরে,
ফল ভোগ এক দিন কর্ত্তে হবে তার।

সংসারে যাকিছু সুখ, সঙ্গে সঙ্গে আছে দুখ,
সুখে দুঃখে মেশামিশি যেমন আলো সঙ্গে অন্ধকার। ৫৬

বিধি হে তোমার সৃষ্টি একি চমৎকার।
কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, বুঝে ওঠা ভার:
এক দিকে পূত-কায়া, প্রেম, ভক্তি, দয়া, মায়া,
সম-দুঃখ, স্বার্থ-ত্যাগ, পর-উপকার।
অন্য দিকে অবিরত, জীবন-সংগ্রাম কত,
হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ, লোভ, ঘৃণা, অহঙ্কার।
একত্র শশাঙ্ক রবি, আলোকে পুলক ছবি,
অমা নিশা কালো মেঘে, অন্যত্র আঁধার।
এ জগতে অবিরাম, তুল্য রূপে নিম, আম,
নিজ নিজ কার্য্যে রত, যাহার যে ভার।
যে যাহার বিপরীত, উভয়েতে সাধে হীত,
ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া যোগে, চলে এ সংসার। ৫৭

কে জানে ভাই কেমন ঈশ্বর?
দর্শন বিজ্ঞানে নাই সঠিক উত্তর।
সাকারবাদীরা যত, নিজ নিজ মনো মত,
কল্পিত মুরতি কত, গড়ে মনোহর।
আত্মা, জ্যোতি, শক্তি, জ্ঞান, দর্শনের অনুমান,
সগুণ নির্গুণাদ্বৈত ভেদ বহুতর।
কি যে তিনি, কে বা জানে? যার যা বিশ্বাস প্রাণে,
সেই মত তাঁরে দেখে, বিশ্ব-ভাণ্ডোদর।

গায়িত্রী বলেন সার, ত্রিভূবন নির্ম্মাতার,
বরণীয় ভর্গ ধ্যানে, পবিত্র অন্তর।
সকল শাস্ত্রেতে কয়, সৎ চিৎ আনন্দময়,
মানবের ক্ষীণ বাক্য মনের অগোচর।
এই সীমা হয়ে পার, মানুষের জ্ঞান আর,
পারে নাই পারিবে না, (কভু) হ'তে অগ্রসর। ৫৮

ত্রিভূবনে দুঃখ নাই কার?
অকারণ কেন রে মন করিস্ হাহাকার।
পূণ্য শ্লোক ধর্ম্মবীর, নলরাজা, যুধিষ্ঠির,
রাম, সীতা, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যাঁরা অবতার।
স্বর্গবাসী দেবগণ, বিধি, বিষ্ণু, ত্রিলোচন,
এক সূত্রে সবে গাঁথা, কে পেয়েছে পার।
বদান্য বিশুদ্ধ-চিত্ত, আকবর, বিক্রমাদিত্য,
গ্রেট এল্‌ফ্রেড, কিম্বা বীর সেকেন্দার।
জগতে যে জন্মিয়াছে, তাহারি রে দুঃখ আছে,
আলস্য বিলাস দাস, আমি কোন ছার?
তপ যপ যোগে রত, যোগী, মুনি, ঋষি যত,
ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, মূর্খ কারো নাই নিস্তার। ৫৯

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম যোগে ত্রিবিধ সাধন,
হোলো না কোনটা দিন গেল অকারণ।
কি করিতে এলেম ভবে, এ নেশা ছুটিবে কবে,
মায়াবশে মোহ পাশে বিষয়ে মগন।

কামনার দাস তাই, ত্রিতাপে সন্তাপ পাই,
চরণে শরণ চাই, পতিত-পাবন।
অহংকর্ত্তা মোহ তম, কবে মোর যাবে ভ্রম,
সুখ দুঃখ তব পদে, করিব অর্পণ? ৬০

ভকত বৎসল দেব তুমি তো অন্তরযামী,
সকলি দিয়েছ তুমি, তোমারে কি দিব আমি?
আমি পাপী দুরাচার, ভক্তি শক্তি নাই আমার,
বিষয় আসক্ত চিত, সতত কুপথ গামী।
নাহি মোর কোন ধন, কি করিব সমর্পণ?
সদসত কর্ম্ম-ফল, দয়া করে নাও হে তুমি। ৬১

কি কব মহিমা তব ওহে বিভো পরাৎপর,
তোমার অনন্ত লীলা ব্যক্ত করে চরাচর।
তুমি সর্ব্ব শক্তিময়, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয়,
মানবের ক্ষীণ বুদ্ধি বচনেরি অগোচর।
রবি শশী গ্রহ তারা, ধূমকেতু বসুন্ধরা,
তোমারি শাসনে শূন্যে ঘুরিতেছে নিরন্তর।
অনল অনিল জল, গিরি নদী বনস্থল,
ক্ষুদ্র শিশিরের বিন্দু, কিম্বা সিন্ধু ভয়ঙ্কর।
পশু পক্ষী কীট নর, তৃণ লতা তরুবর,
সকলি তোমারি সৃষ্টি, জলে স্থলে শূন্যচর।
কি তোমার সুশৃঙ্খল, জড় জীব তরুদল,
উহার সুমঙ্গল, সদাই সাধে পরস্পর।

আমার কি ক্ষুদ্র জ্ঞান, কি করিব গুণ গান,
তোমারি প্রসাদে তোমায়, ডাকিতেছে এ পামর। ৬২

মা, মা, মা বলে, বিভো, তোমায় ডাকি তাই।
মা বুলিটা মিঠে যত, বাবা পদে সেটা নাই।
শিক্ষা শাসনের ভয়, জনক কাঠিন্য ময়,
আব্দার যে নাহি রয়, কাছে যেতে নাহি চাই।
দয়া মায়া সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, শান্তি পরিপ্লুতা,
স্নেহ-প্রস্রবিণী মাতা, যাহা চাই তাহা পাই। ৬৩

ওমা, যেমন নাচাস্ তেমনি নাচি।
আমরা যে তোর খেলার পুতুল মায়ার ডোরে বাঁধা আছি।
টানিস্ তুই মা যে ডোর যখন, ঘুরি ফিরি তেমনি তখন,
হাঁসি, কাঁদি, উঠি, পড়ি, তোর খেলায় মা মরি বাঁচি।
কেউ বা রাজা কেউ ভিখারি, কেউ বা পুরুষ কেউ বা নারী,
যেমন সাজাস্ তেমনি সাজি, পশু পক্ষী মশা মাছি।
আমরা কিবা শক্তি ধরি, তুই যা করাস তাইতো করি,
অহং দাতা, অহং কর্ত্তা, সে জ্ঞানটা মা মিছামিছি।
ইচ্ছাময়ি তবে কেন— জীবের সন্তাপ হেন?
অবুঝ বালিকার মত, পুতুল করিস্ ছেঁচাছেঁচি।
বল না মা তোর ইচ্ছা হলে, হোতো না কি ধরাতলে,
সুখের অনন্ত ধাম মা, মোক্ষধামের কাছাকাছি। ৬৪

ও মা, কখন কি করিস কারে।
কারেও হাঁসাস, কারেও কাঁদাস, কারেও ডোবাস পারাবারে।
রাজপুত্র যায় মা বনে, রাখাল বসে সিংহাসনে,
ইচ্ছাময়ি তোরি ইচ্ছায়, উঠি পড়ি এ সংসারে।
তুই যে মা জগদীশ্বরী, ওমা তুই যা করাস তাইতো করি,
আমি আমার ভেবে মরি, মায়ার মোহে অহংকারে।
সুখে কিম্বা দুঃখে থাকি, মা বলে যেন মা ডাকি,
অনুক্ষণ ঐ রাঙ্গা চরণ জাগে যেন হৃদ্‌মাঝারে। ৬৫

ও মা, একি খেলা তোর—
কারেও কর সাধু সুজন, কারেও ঠগ চোর।
কেহ উদরান্ন তরে, পথে পথে কেঁদে মরে,
কারো টাকায় ছাতা ধরে, বিলাসে বিভোর।
সবাই তো মা তোর ছেলে, এ উহারে বাগে পেলে,
কেন গো মা পায়ে দলে, নির্ম্মম কঠোর।
হীনবল ক্ষীণকায়, প্রবলে সংহারে তায়,
কেন জীবনের হায়, এ সংগ্রাম ঘোর। ৬৬

ওমা, কেন মা পাঠালি ভবে?
ও রাঙ্গা চরণে, বল গো জননি,
কি দোষ করেছি কবে।
জীবন-সংগ্রামে কণ্ঠাগত প্রাণ,
ভোগ তৃষ্ণা তবু নহে অবসান,

ছাড়ে না য়ে মাগো দম্ভ অভিমান,
আত্ম-সুখে লুব্ধ আমরা যে সবে।
পূণ্যময় শান্ত পথে যেতে চাই,
ঘটনার স্রোতে কেন ভেসে যাই,
দুর্ব্বল হৃদয় কেমনে এড়াই,
পাপ-প্রলোভন, বল করে যবে।
কেন মা করিলি ষড়রিপু দাস
মেটে না যে মাগো সুখের পিয়াস,
কর্ম্মফল কি মা? না বুঝি আভাস,
ইচ্ছাময়ী নাম কেন তোর তবে?
কর্ম্মফলে কিবা তোমারি ইচ্ছায়,
জীব দেহ লয়ে এসেছি ধরায়?
কীটাধম আমি, বিমুগ্ধ মায়ায়—
সে জ্ঞান জননি কভু না সম্ভবে।
ভুজঙ্গের মুখে কে দিল গরল?
বুকে মধু ধরে কেন ফুলদল?
এ বৈষম্য কেন? কার কর্ম্মফল?
পিক কাক কেন ডাকে ভিন্ন রবে?
কোলে নে জননি, সহেনা যে আর,
চাহিনা মা তোর এ ছার সংসার,
নিভাইয়া দীপ দেগো মা নিস্তার,
শান্তির শয্যায় ঘুমাব নীরবে। ৬৭

ওরে তৃণ, শেখারে আমায়,
তোর মতন সরল জীবন কিসে পাওয়া যায়।
মাটিতে পড়িয়া রও, নীরবে সকলি সও,
জীব জন্তুদল তোমায় সদাই দলে পায়।
পর উপকার তরে, দেহ দাও অকাতরে,
প্রচণ্ড আতপে ঢাকি, রাখ বসুধায়।
জীবন মরণে কেবা, তোর মত করে সেবা?
কোমল শ্যামল রূপে নয়ন জুড়ায়। ৬৮

(ওমা) এভবের খেলা ঘরে কতই খেলবো লুকোচুরি;
পরের প্রাণে দাগাদিতে নিজের বুকেই লাগে ছুরি।
ধন বংশ অভিমান, ভ্রান্ত গ্রন্থগত জ্ঞান,
অহঙ্কারে দম্ভভরে, মিছে বড়াই করে ঘুরি।
ভোগবিলাসী সর্ব্বনাশী, হাসিয়া বিকট হাসি,
অশেষ কলুষ রাশী হৃদয়ে দিতেছে পুরি।
দুর্ভাগ্যের ঝঞ্ঝাবাতে, বিপত্তির কশাঘাতে,
নিমেষে ভাঙ্গিয়া দেয় মা মানবের জারিজুরি। ৬৯

ওরে পাগল মন,
কেন কামিনী কাঞ্চন মিছে করিস্ আকিঞ্চন।
যে মজেছে কামের বাণে, যে ভেসেছে লোভের টানে,
অমৃত ভাবিয়ে তার রে গরল ভক্ষণ।

নশ্বর সুখেতে হায়, নিত্য-বস্তু ভুলে যায়,
অলীক ঐহিক রসে থাকে সে মগন।
রে মূঢ় অলীক ত্যজ, সৎচিৎ আনন্দে মজ,
বিবেক বৈরাগ্যে কর, আনন্দ-সাধন। ৭০

কেমন কেমন করে কেন প্রাণ?
বিদ্যা অধ্যয়ন, ধন উপার্জ্জন,
যশ অন্বেষণ, বিষ অনুমান।
বুঝিতে না পারি কি খুঁজি কি চাই,
বিষয় বিলাসে তৃপ্তি কিছু নাই,
সংসার সাগরে ভাসিয়া বেড়াই—
কাণ্ডারী বিহীন তরণী সমান।
কি মহা উদ্দেশ্য সাধনের তরে,
নরদেহ লয়ে আসি ধরা 'পরে?
আহার বিহারে, বৃথা কাল হরে—
এ জীবন কে করি অবসান।
তাই বলি মন হও সচেতন,
ভোগ সুখ যত দাও বিসর্জ্জন,
নির্ব্বিকল্প চিত্তে কররে সাধন,
নিত্য নিরঞ্জনে, হয়ে সমাধান। ৭১

মোরবো বলে কোরবো কেন ভয়।
অনিত্য এ দেহ মানি, আত্মা তো তা নয়।
জীর্ণবাস পরিহরে, নূতন বসন পরে,
দেহান্তরে রূপান্তর মৃত্যু তারে কয়।

এ জগত নাট্যশালা, যার যতক্ষণ পালা,
সাজ ঘরে ফিরে যাবো, হলে অভিনয়।
সরায়ে সরায়ে ঘুরে, পান্থেরা যেমতি ফিরে,
মিলন বিচ্ছেদ তার মিথ্যা সমুদয়। ৭২

ওরে পাগল মন।
দুখ নৈলে কিসে পেতিস্ সুখের আস্বাদন।
ক্ষুধা না থাকিলে পরে, খাদ্য দ্রব্য কি কাজ করে,
তৃষ্ণা আছে বলে তাই তো, জলের প্রয়োজন।
আছে বলে অন্ধকার, তাইতে পাওরে আলোর বাহার
রোগী বিনা কেবা বুঝে স্বাস্থ্য যে কেমন।
এক ঘেয়ে নিরবধি, এ জীবন হোতো যদি,
শুধু মধু খেতে ভাল লাগে কতক্ষণ ?
সর্ব্বজ্ঞানী বিধাতার, এই সৃষ্টি চমৎকার,
চক্র সম সুখ দুখ ভ্রমে অনুক্ষণ। ৭৩

কেমন মা কে জানে ?
ছেলেটা ককিয়ে সারা ফিরে চায় না তার পানে।
পাশের আঙ্গুল দিয়ে মুখে, মোহ-নিদ্রায় ছিলাম সুখে,
পাপ-মশা কামড়ে বুকে, অস্থির করেছে প্রাণে।
মহাঘোর এ সংসারে, একা পড়ে অন্ধকারে,
চেঁচাচ্ছি মা বারে বারে, শুনেও তো শুনিস্‌নে কানে।
পূতিগন্ধি বিছানায়, পড়ে কাঁদি যাতনায়,
মুছিয়ে দিয়ে কোলে নে মা, শান্ত কর তোর স্তন দানে। ৭৪

ওগো মা, যা পাব না তা কেন মিছে চাই ?
যা পেয়েছি তাহে কেন পরিতোষ নাই।
মনোমাঝে দুরাশার, নিরবধি হাহাকার,
নিজে নিজে আপনার অশান্তি বাড়াই।
যত পাই তত লোভ, মিটেনা মনের ক্ষোভ,
অনলেতে ঘৃত ঢেলে, কেমনে নিভাই।
সদা খুঁজি শান্তি সুখ, আসে তায় তৃষা দুখ,
কেঁচো খুড়তে বেরোয় সাপ (মা) এ কিরে বালাই।
মানুষের পোড়া মন, তৃপ্ত নহে কদাচন,
কি মোহিনী মরীচিকার পাছু পাছু ধাই। ৭৫

বলো, বলো, বলো না আমারে,—
কেন আলোকে কমল ফুটে, কুমুদ ফুটে অন্ধকারে ?
উভয়েরি জলে বাস, উভয়েরি তুল্য আশ,
একের উদয় আরের নাশ, কার বিধি অনুসারে ?
তুল্য বর্ণ পিক কাক, কেন ডাকে ভিন্ন ডাক,
কেন হেন দুর্ব্বিপাক নিত্য হেরি এ সংসারে ? ৭৬

ভেঙে দে মা এ দেহ পিঞ্জর,
উড়ে যাক প্রাণ পাখী মায়ার কিঙ্কর।
সহে না সহে না আর, ভোগতৃষ্ণা দুর্নিবার,
ভালবাসার অত্যাচার, দহে নিরন্তর।
লুব্ধ আশা মদীরায়, তবু মত্ত মনো ধায়,
সুখ লোভে দুখ পায়, পাগল অন্তর।

কত মা করি রোদন, খুলে দে মা এ বন্ধন,
দিতে চাই মা বিসর্জন, অনন্তে নশ্বর। ৭৭

দুখ না থাকিলে ভবে কে ডাকিত মা তোমারে ?
সম্পদের সুখ ভোগে ভুলে থাকি মায়ার ফেরে।
সদা খুঁজি নিজ স্বার্থ, টাকাটাই পরমার্থ,
অহংকারে হয়ে মত্ত, কর্ত্তা ভাবি আপনারে।
অশেষ কলুষ পাপে, রোগ শোক পরিতাপে,
কতই উপদেশ দেয় মা, ভুলে যাই তা বারে বারে।
বিষয়-বিমূঢ় বুদ্ধি, কিসে হোতে চিত্ত শুদ্ধি,
কিসে হয় চৈতন্যোদয় মা, দুখ বিনা এ সংসারে ? ৭৮

আমি তাই কাঁদি।
নিঠুর নিয়তি, কেন মোর প্রতি,
জনম অবধি এত প্রতিবাদী ?
ধর্ম্ম পথে রব সদা ভাবি মনে,
দুর্ব্বল হৃদয় দুষ্ট রিপু সনে,
কেন পরাজিত হয় প্রতিক্ষণে,
বিনা দোষে কেন হই অপরাধী ?
বুঝিতে না পারি চক্র বিধাতার,
প্রলোভনময় কেন এ সংসার ?
কর্ম্মসূত্র কিবা অদৃষ্ট আমার
মোহ তত্বনেত্রে রেখেছে আচ্ছাদি। ৭৯

ধূলা খেলা সাঙ্গ হোলো যাই চলে ঘরে,
সঙ্গীরা সব একে একে গিয়েছে সরে।
রুগ্ন দেহ ভগ্ন প্রাণ, হোলো দিবা অবসান,
আশা-লতার পাতাগুলি পড়েছে ঝরে।
ধন মান যশ লাগি, কত দীর্ঘ নিশা জাগি,
করিনু জীবন ব্যয় ক্লান্ত কলেবরে।
এখন জেনেছি সার, আলোর সঙ্গে অন্ধকার,
সুখ সঙ্গে দুখ মাখা সংসার ভিতরে।
ঢের হয়েছে কাজ নাই, ঘরের ছেলে ঘরে যাই
এখন ঘুমাতে চাই, চিতার উপরে। ৮০

হায় হায় সে দিন কোথায় ?
যখন হাসিত প্রাণ উষার ছটায়।
বিমল কোমল চিত— যা দেখিত, যা শুনিত,
পবিত্র সৌন্দর্য্য মাখা, ভাবিত তাহায়।
জটীল কণ্টকময়, ভুগে আজি বোধ হয়,
পলাইতে চাই তাই, কাঁদি যাতনায়। ৮১

বারে বারে কেন গো মা, (এই) খোঁড়ার পা টা খানায় পড়ে ?
দুর্ব্বল হৃদয় কেন দিয়াছ এ ভাঙ্গা ধড়ে।
"যে পথে বাঘের ভয়, সেই পথে সন্ধ্যা হয়"
ডুবে যায় সুনীতির ডিঙি, তুচ্ছ প্রলোভন ঝড়ে।
প্রাণটা করে ওলোট-পালোট, পদে পদে খাই মা হোঁচোট,
তবু যায় না আশার নেশা, ভোগবিলাসের কাঁটায় ছড়ে। ৮২

দুখ দাও মা, লব মাথা পাতি।
তোমারে ভুলিয়া থাকি সুখ সম্পদে মাতি।
অতৃপ্ত পিপাসা, বিষয় লালসা,
মহা জ্বালাতন করে দিবা রাতী।
অলস বিলাসে, ইন্দ্রিয়ের ফাঁসে,
রিপুগণ করে বিষম ডাকাতি।
পাপ প্রলোভনে, মুগ্ধ লুব্ধমনে,
পারি না করিতে বিবেকের সাথা।
দুখের তাড়নে, শোকের পীড়নে,
দূর করে দাও মোহের অরাতি।
ইন্দ্রিয় সংযম, দুষ্কর দুর্দ্দম,
দুখ বিনা কিসে জ্বালে জ্ঞানের বাতি। ৮৩

তুমি যা করো মা তাইতো হবে।
আমরা কেন আকাশ পাতাল, মিছে ভেবে মরি তবে।
তোমারি মা এ সংসার, আমরা পুত্র পরিবার,
বল্‌গো মা সন্তানের ভার, মা বাপ বই আর কেবা লবে।
তোমার কাজ করো তুমি, আমরা ভাবি করি আমি,
অহঙ্কারে অন্ধকারে ডুবে আছি আমরা সবে।
মানবের ভ্রম জ্ঞান, কিসে হবে অবসান,
সকল কাজে তোমার লীলা, দেখিতে শিখিব কবে ৮৪

ওরে মন হোয়োনা কাতর।
সুখে দুখে মার উপরে করোনা নির্ভর।

যে পাঠালে এ সংসারে, একমনে ডাক তারে,
মাতৃ স্নেহ সন্তানের সদা হিতকর।
সদা আত্মসুখ খোঁজ, ভাল মন্দ কিবা বোঝ,
নিম কি চিনি কোনটা তোমার মঙ্গল আকর।
কেন মন ভুলে যাও, তাইতো এত ক্লেশ পাও,
মা জননীর অভয় পদ ভাব নিরন্তর। ৮৫

এত সুখে রেখেছো মা তবু করি হাহাকার।
একিরে বিষম তৃষা মিটে না যে দুরাশার।
জন্মিয়াছি নরকুলে, ধর্ম্ম জ্ঞান বুদ্ধি মূলে,
পেয়েছি বিভব সনে দারা সুত পরিবার।
ষড় ঋতু বিভূষিতা, ফল পুষ্প প্রসবিতা,
পাইয়াছি বসুন্ধরা, সুখময় এ আগার।
নর নারী তোর মত, হতভাগ্য কত শত,
শোক মগ্ন রুগ্ন ভগ্ন রূপে বহে দেহভার।
উপরে দেখিবি যত, মন রে দুখ পাবি তত,
নিচের পানে দেখলে চেয়ে থাকে না সে ক্লেশ আর। ৮৬

মুখে বলি তুমি কর্ত্তা, মনে কিন্তু আমি-ময়।
এ জীবনে অহংভ্রান্তি কোন মতে যাবার নয়।
যখন যেটা ভাল করি, আপনারে কর্ত্তা ধরি,
মন্দ হলে দৈবের উপর দিই দোষ সমুদয়!
কি মজার মায়ার খেলা, ভালোর ভাগটা নিজের বেলা,
বিধি অদৃষ্টের ঘাড়ে যত দোষের পরিচয়। ৮৭

সোজা পথে যেতে চাই মা কেন পড়ি এতো ফেরে।
ঠগ দাগাবাজে কেন বেড়ায় গো মা তুড়ি মেরে।
সংসার বিষম ঠাঁই, ভাল মানুষের ভালাই নাই,
শকতের পথ মুক্ত, ধার্ম্মিকে বিপদে ঘেরে।
একি গো মা তোর খেলা, যত গোল কি সাধুর বেলা,
মধুমাখা প্রবঞ্চনা ভুলিয়ে রাখে জগতেরে। ৮৮

(মাগো তোরে) সুখের সময় ভুলে থাকি দুখের সময় পড়ে মনে,
যখন হালে পাইনা পানি চেঁচাই তখন প্রাণপণে ;
ভোগ বিলাস সম্পদে, মত্ত থাকি অহংমদে,
যখন ডুবি ঘোর বিপদে, ত্রাহি ত্রাহি ঐ চরণে।
এক মা তোর বিষম মায়া, ছাড়বে নাতো থাকতে কায়া,
সুখ ভালো, কি দুখ ভালো, বুঝতে নারি এ জীবনে। ৮৯

মনটা আমার পাগ্‌লা ঘোড়া কোন মতে বাগ না মানে
উধাও হয়ে ছুটে বেড়ায়, টেনে নেযায় হেঁচ্‌কা টানে।
নিজের গন্তব্যপথে, যেতে চায়না কোন মতে,
রাস মানেনা সাজ পরেনা, স্থির থাকে না কোনখানে।
এতো চাবুক পিঠে পড়ে, তবু এক পা নাহি নড়ে,
শুয়ে পড়ে, লাথি ছোঁড়ে, কানুটী লাগালে কানে। ৯০

ও তোর লীলা খেলা বোঝে, মাগো, হেন সাধ্য কার?
অনন্ত অচিন্ত্য সৃষ্টি অক্ষয় অপার।
জীব জড় তরুবর, রূপান্তর নিরন্তর,
পরমাণুর নাহি ধ্বংস, নাহিক সংহার।
এক যায়, আর আসে, এক ডুবে, আর ভাসে,
তোমারি শক্তির ক্রীড়া সংকোচ, বিস্তার।
অবিনাশী তব শক্তি, সৃষ্টির নিয়ম পংক্তি,—
লেশমাত্র ব্যতিক্রম, নাহি হয় তার।
পুরাতন হয় গত, নব রূপে পরিণত,
চির পরিবর্ত্তময় তোর এ সংসার।
যাহে যার অভ্যুদয়, তাহাতেই হয় ক্ষয়,
সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ লয়, বিচিত্র ব্যাপার। ৯১

মা তোর সৃষ্টিতে কেন, হেন অত্যাচার?
প্রবলে দুর্ব্বল প্রাণী করে গো সংহার।
একের নিধন, অন্যের পোষণ,
জীবন সংগ্রাম চলে অনিবার।
ভেক ভুজঙ্গম, মূষিক মার্জ্জার,
শশক শার্দ্দূল, শুক শ্যেন আর,
এ উহার মাংস করিয়া আহার,
কেন দেহে পুষ্টি লভে আপনার?
কে করিল সৃষ্টি রাম বা রাবণে,
কৃষ্ণ আর কংসে, ভীম দুর্য্যোধনে,

ইহুদী কৃস্তানে, হিন্দু মুসলম্মানে,
কেন শক্র ভাব পুত্রে এক মার ?
তোরি সৃষ্টি মা গো দয়া, প্রেম, ভক্তি,
তোরি সৃষ্টি হিংসা, বিদ্বেষ, বিরক্তি,
পরস্পর দ্রোহী, তোরি তো মা শক্তি,
বিষম সমস্যা, ভীষণ ব্যাপার।৯২

সকলেই সুখ খোঁজে আমি দুখ ভালবাসি।
বিপদ দহনে মনের ঘুচে যায় কলুষ রাশী।
যতক্ষণ বিপদ থাকে, এক মনে ডাকি মাকে,
পাপচিন্তা থাকে নাতো যখন দুখেতে ভাসি।
লোকের চৈতন্য তরে, দিয়াছ দুখ কৃপা করে,
তাই বলি মা মাথা পেতে বিপদ লব হাসি হাসি।৯৩

আমি কার কাজ করি ?
মায়ার ঠুলি নে মা খুলি, বুঝে দেখি ও শঙ্করি।
কে আমারে এ সংসারে, পাঠালে মা নরাকারে,
সদসত মনোবৃত্তি হৃদয়ে ভরি।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, তবে উদরান্ন মেলে,
রোগ শোক জরা মৃত্যু দেহেতে ধরি।
দারা সুত পরিবার— ভরণ পোষণ ভার,
এ সকল কি মিছে কাজ মা. ভূতের বেগার খেটে মরি।
আঁধার আলো সাদা কালো, কি বুঝি মা মন্দ ভালো,
সুখে দুঃখে যেমন রাখ সেই ভাবে কাল হরি।

ক্ষুদ্র জল-বিম্ব প্রায়, জলে উঠে পুনরায়,
জলেতে মিশায়ে যাবো এ সংসার পাশরি।
তবু করি আমি আমার, মহা-মোহ একি মজার,
অনিত্যেরে নিত্য ভাবি, তত্ত্ব-জ্ঞান পরিহরি।
অহংজ্ঞান মায়া বলে, তোমার সংসার চলে,
তোমার কাজ তুমি করো মা,
(আমি) কলের চাকা ঘুরি ফিরি।২৪

ওমা, তোমায় দয়াময়ী কে বলে?
ও তোর ছেলে সকলে, সদা ত্রিতাপে জ্বলে।
এক জীবে করে নাশ, অন্য প্রাণী করে গ্রাস,
জীবন-সংগ্রাম কেন, অহরহ চলে?
কৃষক প্রাণান্ত করে, বপন রোপণ পরে,
হাজা শুখা হয়ে কেন মরে তা বিফলে?
নানাবিধ পণ্য ভরি, উল্লাসে চলেছে তরি,
অকস্মাৎ ঝড়ে কেন ডোবে তা অতলে?
বৃদ্ধ পিতা মাতা যার, অবগণ্ড পরিবার,
রোজগারী ছেলে যায় কালের কবলে?
প্রাসাদ মন্দিরময়, শস্য শালী লোকালয়,
ছিন্ন ভিন্ন করে কেন বর্ব্বরের দলে?
অবোধ জন্তুরা হায়! সুবুদ্ধি মানব প্রায়—
রোগ শোক দুঃখ ভোগে কোন কর্ম্ম-ফলে?
ভূকম্প, করকাপাত, অগ্নিদাহ, বজ্রাঘাত,
জলপ্লাবন, মহামারী, বৈরী জলে স্থলে।

ত্রিতাপের গণ্ডগোল, অশ্রান্ত ক্রন্দন রোল,
হে বিশ্ব-জননি তোর মন নাহি গলে ? ৯৫

ওমা, তুমি যা করো তা ভালোর তরে।
সন্তানের শুভাশুভ মা বাপ বৈ কি বুঝে পরে ?
অনন্ত তোমার সৃষ্টি, মানবের ক্ষুদ্র দৃষ্টি,
ভবিতব্যে গুপ্ত যাহা জানবো কেমন করে ?
আমরা কেবল স্বার্থ খুঁজি, শুভাশুভ নাহি বুঝি,
জগতের ভার মা গো, ন্যস্ত তোর করে।
আমরা যাহা ভাবি হিত, তাহা হয় বিপরীত,
মন্দ হতেও পাই ভালো, মা গো তোর বরে। ৯৬

কেন এতো দেখাস ভয় ? (জগত-জননি গো)
বিনা অপরাধে, মিছে অপবাদে, বিপদে বিষাদে,
কাঁদে গো তনয়।
ঘোর অন্ধকারে, ভব কারাগারে, রিপুর প্রহারে,
জর্জর হৃদয়।
বিষম ভীষণ, কঠোর শাপন, মোহের বাঁধনু,
করে দেমা ক্ষয়।
ফেলেছ বিপদে, বল দেমা হৃদে, তোর রাঙ্গা পদে,
লইনু আশ্রয়।৯৭

কে বড় মা এ সংসারে ?
ধন বড় কি ধর্ম্ম বড় লোকে অধিক মানে কারে।

টাকার লোভে কত নরে, ধর্ম্ম বিসর্জন করে,
ধর্ম্ম ভেবে কটা লোক মা সত্য পথে চলতে পারে।
শঠ প্রবঞ্চক যারা, তুড়িমেরে বেড়ায় তারা—
ভাল মানুসের ভালাই নাই মা, কষ্ট পায় সে কোন বিচারে।৯৮

ওরে খ্যাপা মন, মুর্খ কেরে তোর মতন।
নিত্য-ধন ভুলে করিস্ অনিত্যে যতন।
জন্মিয়া মানব-কূলে, অহঙ্কারে মরিস্ ফুলে,
কোন কীটাধম তুই, স্থিতি কতক্ষণ।
এসেছ দুদিনের তরে, লীলা সাঙ্গ হলে পরে,
অনন্তে মিশায়ে যাবি, স্রোতের মতন।
পঞ্চভূতে দেহ যাবে, জ্ঞান বিদ্যা লোপ পাবে,
অপরে লুটিবে তোর উপার্জ্জিত ধন।
যশ কীর্ত্তি কালবশে, বিস্মৃতিতে যাবে খসে,
আমি আমার বলিস্ যায়, তার কি রবে তখন।৯৯

আর কেন মা, দে মা ক্ষমা, ডাকিগো তাই কাতর প্রাণে।
ঢের খেলেছি ভবের খেলা, এখন পালাতে চাই মানে মানে।
বিষম বিষয় ফাঁদে, বিষাদে হৃদয় কাঁদে,
মিটেনা সুখের তৃষা, শান্তি পাই না কোন খানে।
অমৃত করিয়া আশ, গরল করিয়া গ্রাস,
'অবোধ পতঙ্গ প্রায় মা, ধাই গো অনল পানে'।১০০

কোথা শান্তি পাই, খুঁজিয়া বেড়াই,
বলে দেনা ভাই, কার কাছে যাই।
লালসার দাস, অলস বিলাস,
মিটেনা পিয়াস, সুখে কাজ নাই॥
ধন জন মান, সাধুতার ভান,
পুথিগত জ্ঞান, যশ লোভে দান,
গরল সমান, কত করি পান,
জ্বর জ্বর প্রাণ, আর নাহি চাই।
বিজন কন্দরে, নগ্ন কলেবরে,
যুক্ত দুই করে, চখে জল ঝরে,
হরে হরে হরে, ডাকি উচ্চৈস্বরে,
অশান্ত অন্তরে, জুড়াবার ঠাঁই।১০১

আমি নিজেই কি তা বুঝতে নারি।
(তোমায় চিনবো কি মা ও শঙ্করি !)
দার সুত দিয়ে, মায়ায় বাঁধিয়ে
কে আমারে মাগো করিল সংসারী ?
কেন ধরিয়াছি মানুষের আকার,
আহার বিহার, স্ববংশ বিস্তার,
আমি বলি ক রে, কে গো মা আমার,
দারা সুত ধনে কেন অহঙ্কারী।
কীট কি পতঙ্গ, পশু কি বিহঙ্গ,
পূর্ব্ব জন্মে আমার ছিল কিরূপ অঙ্গ ?

সৃষ্টির প্রসঙ্গ, জন্ম স্থিতি ভঙ্গ,
জলে, স্থলে, কিবা ছিলাম শূন্যচারী ?
এ দেহ পতনে, যাবো বা কোথায় ?
স্বর্গে না নরকে, রবো বা ধরায় ?
কর্ম্মফলে কিবা অদৃষ্ট লেখায়—
দেহান্তরে হবো কোন রূপধারী ?
জীবাত্মা কি মাগো পরমাত্মার ছায়া ?
জলপাত্রে যেমন হেরি রবি কায়া।
কিম্বা ঘটাকাশ ? ঘট শুধু মায়া,
প্রকৃতির তত্ত্ব বুঝিতে না পারি।
যে হই সে হই, যা হবার তাই হবে,
যে খেলা পেয়েছি তাই খেলি ভবে।
চিনিব তোমায়, সে শক্তি কোথায় ?
ও চরণে শুধু ভক্তির ভিখারী।১০২

কে কোথায় গেল মাগো, আমি যাবো কবে ?
ছায়াবাজি প্রায় জীব আসে যায় ভবে।
কোথা গেছে পিতা মাতা, কোথা গুরু জ্ঞানদাতা,
কোথা গেল দারা সুত, ভাই বন্ধু সবে ?
অভাগারে একা ফেলে, একে একে গেছে চলে,
প্রেমের বাঁধন ছিঁড়ে, কাঁদি হাহারবে।
মর্ম্মভেদী কি কঠোর, স্মৃতির যাতনা ঘোর,
শূন্য মনে শূন্য প্রাণে, বাঁচিয়া কি হবে।১০৩

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা এ সঙ্কট কালে ?
ঘোর তুফানে, নিরাশ প্রাণে, পানি পাই না হালে।
যে দিকে ফিরিয়া চাই, কূল কিনারা কিছুই নাই,
আঁধারে ভাসিয়া যাই, যা থাকে কপালে।
এত খাই হাবুডুবু, অহংদম্ভ যায় না তবু,
রিপুগণ করে কাবু, অকূলে ডুবালে।১০৪

এই কি মা সুখের সংসার ?
অনন্ত দুঃখের যথা উঠে হাহাকার।
বলে দে মা কোন পাপে, কোন দেবতার শাপে,
এ নরকে পাঠায়েছ দিয়ে নরাকার।
নিয়তি কি কর্ম্মফলে, এ ভীষণ ধরাতলে,
এসেছি কি ইচ্ছাময়ি, ইচ্ছায় তোমার ?
জীবন সংগ্রামময়, দেহ মাঝে রিপুচয়—
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দম্ভ, অহংকার।
কৌশলে কি ছলে বলে— বলবান ক্ষীণে দলে,
একের শোণিতে হয় অন্যের আহার।
প্রেম, ভক্তি, দয়া, মায়া, নামে মাত্র দেখি ছায়া,
স্বার্থ লোভে ভুলে যাই, পর উপকার।
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, ক্ষণপ্রভা অনুমান,
শৌর্য্য, বীর্য্য, যশ, কীর্ত্তি, অস্থায়ী অসার।
জগতে যা কিছু আছে, প্রতিদ্বন্দ্বী পিছে পিছে,
আলোকের তলে তলে, চলে অন্ধকার।

সুখের প্রয়াসে হায়! সদা ভ্রান্ত মনো ধায়,
পরিণামে পাই দুখ, সহি ক্লেশ ভার।
করিলে মা কি সাধনা, ঘুচে যাবে এ যাতনা,
বলে দে মা কিসে পাবো, এ পাপে নিস্তার? ১০৫

ওমা কোন দিকে সামালি বল?
রোগে ভরা বাঙ্গালীর শরীর দূর্ব্বল।
বহু গোষ্ঠী পরিবার, উদরান্ন মেলা ভার,
সামান্য গৃহস্থ আমি চাকুরি সম্বল।
প্রভাত না হতে উঠে, মাথার ঘাম পায়ে লুটে,
টাকা টাকা করে ছুটে বেড়াই নিস্ফল।
ভাত জোটে ত কাপড় নাই, কন্যা দায়ের বিষম থাঁই,
জাত রক্ষা কর্ত্তে গেলে খরচ অনর্গল।
বাড়ির টেকস্ খাজনায়, ইস্কুলের মাহিনায়,
ডাক্তারের খরচ দিতে, চখে ঝরে জল।
দেশ মধ্যে মন্বন্তর, ভেজাল জিনিস দ্বিগুণ দর.
মাথা খুঁড়ে কোন দ্রব্য মেলে না আসল।
বিদেশ য়েতে ভয় পাই, ব্যবসায়ের পুঁজি নাই,
বুদ্ধি মোটা, শক্তি হীন চালাই কোন কল।
ভাইনে আনতে বাঁয়ে নাই, যে সুখে মা কাল কাটাই,
অন্তরযামিনী মাতা জান ত সকল।
ওগো মা তোর পায়ে ধরি, ক্ষমা দে মা ক্ষেমঙ্করি,
আমা হেন অভাগার মরণ মঙ্গল।১০৬

গতি কি হবে আমার ?
আমি যে কপট শট পাপী দুরাচার।
দেহ মাঝে রিপু ছয়, কেহ তোমা বশ নয়,
সর্ব্বোপরি মনে মনে দম্ভ অহংকার।
সদা আত্মসুখ খুঁজি, টাকাটা সর্ব্বস্ব বুঝি,
মোহ-বদ্ধ জ্ঞাননেত্র চির অন্ধকার।
মাদক সেবনে রত, বারনারী পদানত,
ইন্দ্রিয়ের সুখ বুঝি ধরণীর সার।
অপরের সর্ব্বনাশ, করিতে সতত আশ,
হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা পূর্ণ হৃদয়-ভাণ্ডার।
কুৎসিত তনয় হলে, মা কি তাকে দেয় ফেলে,
কুপুত্রে সুশীল করা মা বাপের ভার।
"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়"
তুমি বিনা এ পামরে কে করে উদ্ধার।
যত কেন মন্দ হই, জানি না মা তোমা বই,
অধম-তারিণী নাম কেন মা তোমার ?১০৭

বিধি কি দোষে আমার ?
আমি ধর্ম্মহীনা, সাধু করে ঘৃণা,
কে দিল জনম গর্ভে গণিকার ?
কে দিল আমারে কুটীল নয়ন ?
কেবা শিখাইল কপট বচন ?
কে করিল মোরে নয়ন-রঞ্জন,—
ভুজঙ্গীর প্রায়, গরল আধার ?

প্রবঞ্চনারত লম্পটের সনে
বিকায়েছি কায় জঠর ভরণে ;
ইন্দ্রিয়-প্রমোদে, মাদক সেবন,
কার ইচ্ছা বশে জীবন আঁধার ?
ধর্ম্ম পথে যেতে ইচ্ছা করি না কি ?
ইচ্ছা করি নাকি সাধু সঙ্গে থাকি ?
নিয়তির গতি রোধ করে রাখি,
হেন শক্তি কোথা ক্ষীণা অবলার ?
শশাঙ্ক কলঙ্কী, যার ইচ্ছা বলে,
জলদে কুলীশ, কণ্টক কমলে,
মধুতে মত্ততা, দাহিকা অনলে,
আমি অভাগিনী শাসনে তাঁহার।
যে করিল সৃষ্টি, পুরিষ চন্দন,
অমৃত গরল, কর্দ্দম কাঞ্চন,
আলোক আঁধার, ধার্ম্মিক দুর্জ্জন,
সেই জানে কিসে পাইব নিস্তার।১০৮

ওহে দিননাথ! (আমার) এমন দিন কি হবে ?
জ্ঞানামৃত পানে মুদিত নয়নে—
গণ্ড বহি কবে প্রেমধারা ব'বে।
ভক্তি মদে ঢোলে, পথে যাব চলে,
বালকে ডরাবে ঐ জুজু বলে,
করুণার রসে বৃদ্ধ যাবে গলে,
যুবাজন হাসি ধুলা রাশী গায় দিবে ?

মলিন দীন কায়, ছেঁড়া কাঁথা গায়,
চটকের বাসা মাথার জটায়,
বুকেতে অঞ্জলী বসিয়া তাহায়—
নির্ভয়ে বায়সী, ভিক্ষান্ন লুটিবে।১০৯

হরি হে তোমার এ সংসার।
আমি আমার করে, মিছে মরি ঘুরে,
দুদিনের তরে ,কেন হেন অহংকার।
(হরি হে) তোমার অনন্ত খেলা বুঝি কেমন করে,
অসীম বিক্রম সিংহ সেও ক্ষুধায় মরে ;
(আবার দেখি যে) অলস অজাগর তার ও পেট ভরে।
কীটনু কীটেরে (হরি হে) তুমিই দাও আহার।
সাগরে পর্ব্বত কর, পর্ব্বতে সাগর,
নগরে অরণ্য কর, অরণ্যে নগর,
তোমারি শাসনে চলে বিশ্ব চরাচর,
জীবের দম্ভ ছার (হরি হে) তুমিই ভবের কর্ণধার।১১০

ক্ষিতি— সাগর-নগর-মরু-নগ-নদী অগণন,
ধরণি, জননী তুমি জীবের সুখ নিকেতন।
ফল পুষ্প শস্য ভরা, তুমি গো মা বসুন্ধরা,
সুগোল শ্যামল অঙ্গে সমীরণ আচ্ছাদন।
মহাদ্যুতি প্রভাকর, বসুধে, তোমার বর,
তুমি তাঁরে প্রদক্ষিণ করিতেছ অনুক্ষণ।

প্রখর তপন করে, ফলবতী করে তোরে,
তব অঙ্গে স্নান কালে ধারা জল বরিষণ।
ছয় ঋতু নানা রঙ্গে, পরিচ্ছদ তব অঙ্গে,
যখন যা শোভা পায় সেই মত আভরণ।
বিধু তব সহচরী, নিত্য ফিরে সেবা করি,
বিমল কোমল সুধা দেহে করে বিলেপন।
সর্ব্বং-সহা ভূতধাত্রি, যেন আমি দিবারাত্রি,
তোমা সম সহ্যগুণে, কাটাই জীবন।১১

– বিধাতার আদি সৃষ্টি হে জল তোমারে কয়।
কতই বিচিত্র রূপ নেহারি জগতময়।
কখন গগন গায়, নিবিড় নীলিম কায়,
সৌদামিনী হার কণ্ঠে মেঘরূপে হও উদয়।
বায়ুস্তর ভেদ করে, কখনও বা ধারা ঝরে,
ইন্দ্রধনু শিরোভূষা, রম্য সপ্ত বর্ণময়।
কভু গিরি শিরোদেশে, রজত তুষার বেশে,
হেরি যেন ব্যোমকেশে জটাজূট সমুদয়।
বিমল দর্পণ প্রায়, কভু স্বচ্ছ দীর্ঘিকায়,
কৌমুদী মাখিয়া গায়, তখনি কি শোভা হয়।
সায়াহ্নে রবির করে, রক্ত জবামালা প'রে,
ক্ষুদ্র বীচি নাচি নাচি তটিনী সুন্দরী বয়।
উত্তাল তরঙ্গ সিন্ধু, শিশিরের মুক্তাবিন্দু,
প্রস্রবণ, কুহেলিকা, কত দিব পরিচয়।

যথায় পর-দুঃখ ভরে, সাধুর নয়ন ঝরে,
এতো যে অতুল শোভা, তার কাছে কিছু নয়। ১১২

তেজ— অনন্ত গগন প্রান্তে প্রদীপ্ত ভাস্কর,
উত্তাপ জ্যোতির তুমি অক্ষয় আকর।
তব মাধ্য আকর্ষণে, বেগে ধায় গ্রহগণে,
ঘূর্ণাবশে দিবা নিশা ঋতু সম্বৎসর।
লভি তব তেজোচয়, ধরণী উর্ব্বরা হয়,
তব কান্তি গায়ে মাখি, শশী মনোহর।
আমরা এ মহীতলে, যা ডাকি অনল ব'লে,
তোমার কণার কণা, অতি ক্ষুদ্রতর।
ধূমকেতু উল্কাচয়, ছুটাও গগনময়,
পবনে তরঙ্গ তুলি, নাচাও সাগর।
তোমার তেজের সনে, সলিলের সম্মিলনে,
সুযোগ্য নন্দন শূন্যে, বজ্রী জলধর।
তোমার কিরণে চারু, শ্যাম শোভা ধরে তরু,
আলোকে নয়ন পায় পশু পক্ষী নর।
বল দেখি দিনমণি, কত তেজোময় তিনি,
যাঁর প্রভারেণু পেয়ে, তুমি প্রভাকর। ১১৩

মরুৎ— সসাগরা বসুন্ধরা করিয়া বেষ্টন,
স্বচ্ছ আবরণ তুমি ওহে সমীরণ।
মৎস্য যথা থাকে জলে, বায়ুর সাগর তলে,
স্থলচর জীবপুঞ্জ করে বিচরণ।

তুমি না থাকিলে ক্ষণ, বাঁচিত না প্রাণীগণ,
জগৎপ্রাণ নাম তাই করেছ ধারণ।
জীবের প্রশ্বাস লয়ে, বাঁচাও পাদপচয়ে,
উদ্‌ভীদের শ্বাস জীবে কর বিতরণ।
এইরূপে পরস্পরে, আদান প্রদান ক'রে,
এক হতে অন্যে পুষ্টি লভে অনুক্ষণ।
তোমারি কৃপার বলে, অনলের শিখা জ্বলে,
সুধু সখা নও তুমি, বহ্নির জীবন।
হুহুঙ্কার কেশরীর, সুধাধারা বাঁশরীর,
কামিনীর কণ্ঠ-গীতি সাগর গর্জ্জন—
তোমারি প্রসাদে শুনি, কঠোর কুলীশ-ধ্বনি,
তটিনীর মৃদুগান, ঝিল্লীর কীর্ত্তন।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে, আপনার অঙ্গে ধরে,
বসুধার তাপভার কর সঙ্কীরণ।
কভু ধীরে কভু বেগে, গগনে ছুটাও মেঘে,
সাগর তরঙ্গে খেল, কভু কর রণ।
বিকচ কুসুম-বাস, ছড়াইয়া বারমাস,
আনন্দিত কর যত জীবজন্তুগণ।
অনিল, তোমার মত, পর উপকারে রত,
থাকি যেন যত দিন থাকে এ জীবন। ১১৪

ব্যোম — ব্যোম, তুমি সর্ব্বব্যাপী, বিশ্বের আলয়,
আদি অন্ত সীমা হীন অচিন্ত্য অব্যয়।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, রোগ, শোক, হর্ষ,
সকলি বিহীন তুমি অজর অক্ষয়।
গ্রহ, তারা, দিবাকর, বসুন্ধরা, শশধর,
তোমারি কণ্ঠের হার জ্যোতিষ্ক নিচয়।
অনুক্ষণ অবিরত, প্রকৃতির ক্রীড়া যত,
তোমারি উদর ভাণ্ডে সংঘটিত হয়।
গুণাতীত বিধাতার, প্রায় তুমি নিরাকার,
তব অঙ্কে ত্রিভুবন সৃষ্টি স্থিতি লয়।
করাল কালের করে, তব শূন্য কলেবরে,
বিন্দুমাত্র কোন রেখা না হয় উদয়।
কবে আকাশের মত, সংসার বাসনা যত—
সমর্পিয়া, বিভুপদে লইব আশ্রয়। ১১৫

কেন প্রাণ বিষাদে মগন?
চিন্তার নিবিড় মেঘে করে আবরণ।
কেন হৃদে গুরুভার, চারিদিক অন্ধকার,
আশার বিজলী আর খেলেনা তেমন।
কি দোষ করেছি কার, অজানিত আশঙ্কার,
এ বিকট হাহাকার ওঠে কি কারণ।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে শান্তি পাব,
ভরসা কেবল মাগো, তোর শ্রীচরণ। ১১৬

তারা সব গেল কোথা, যাদের লাগি আঁখি ঝরে ?
প্রেমের বাঁধন ছিঁড়ে, মর্ম্ম বিদলিত করে।
একাকী এ ভাঙ্গা হাটে, হের বন্ধু হীন মাঠে—
প্রাণ শূন্য কায়া লয়ে ফিরি গো মা কিসের তরে ?
মিটেছে সুখের সাধ, বেঁচে থাকা পরমাদ,
মানে মানে ঘরের ছেলে ফিরে যেতে চাই মা ঘরে। ১১৭

কি আছে মা তোর মনে, কেবা তাহা বুঝতে পারে ?
নিয়তির গুপ্তলিপি ঢাকা চির-অন্ধকারে।
পর্ব্বত করিয়া চূর্ণ, সাগর করিছ পূর্ণ,
এক ভাঙছ আর গড়ছ নিজ ইচ্ছা অনুসারে।
রবি শশী আসে যায়, পলে পলে আয়ু ধায়,
অনন্ত ঘটনা স্রোত বহে অলক্ষিত ধারে।
মা গো তোর ইচ্ছা যাহা, অবশ্য ঘটিবে তাহা,
তুচ্ছ মানবের শক্তি লঙ্ঘিবে তা কি প্রকারে ? ১১৮

ওমা, লোকে কেন আমায় পাগল বলে ?
কার কি করেছি, আপনি মজেছি,
রূপেরি প্রভায় গিয়াছি মা ভুলে।
খুঁজিয়া বেড়াই, কোথা ফুল ফুটে,
মধুর মলয়ে পরিমল ছুটে,
ভ্রমর গুঞ্জিয়া কোথা মধু লুটে,
নব কিশলয় কোথা লতা দোলে ?

খুঁজিয়া বেড়াই গর্জ্জে কোথা সিন্ধু,
তরুণ তপন, শরদের ইন্দু,
চারু ইন্দ্র ধনু, শিশিরের বিন্দু,
আঁধার নিশায় তারা ঝলমলে।
খুঁজিয়া বেড়াই কোথা গায় পাখী,
চমরীর পুচ্ছ, হরিণীর আঁখি,
নির্ঝরিণী অঙ্গে চন্দ্র লেখা মাখি—
কি সুঠাম নাচে, মণিমুক্তা জ্বলে।
না জানি দেখিতে কেন ভালবাসি,
তরুণীর ব্রীড়া, শিশুটির হাসি,
হিমাচল শৃঙ্গে তুষারের রাশি,
প্রভাত-হিল্লোল শতদল দলে।
সৌন্দর্য্যের মোহে গিয়াছি গলিয়া,
লোকে কেন হাসে পাগল বলিয়া,
আপনা, সংসার, সকলি ভুলিয়া
বিকায়েছি প্রাণ রূপের পদতলে। ১১৯

(আমি) গরিব বলে ভিক্ষা করি পেটের দায়ে পশু মারি
দুর্জ্জয় কামের বাণে, গমন করি বারনারী।
শিখি নাই মা লেখা পড়া, মোটা বুদ্ধি মেজাজ কড়া,
দিগ্ বিদিগ জ্ঞান শূন্য, নেশার ঘোরে স্বেচ্ছাচারী।
গোঁয়ার চোয়াড় সঙ্গী, উলঙ্গ স্বভাবে রঙ্গী,
আমিই কি মা জগতের যতই অহিতকারী।

বল মা যারা ধনের বলে, পরের লুটে, ক্ষীণে দলে,
সুচিক্কণ সভ্যতার প্রতারণা বেশধারী,—
কুটিল আইন ছলে, শাণিত কৃপাণ বলে,
বীর নামে নরহন্তা, দুর্ব্বলের অন্নহারী।
নিরীহ পীড়নে রত, কুলাঙ্গনা লালাইত,
তারাই কি মা সাধু সুজন তোমার কোলের অধিকারী।১২০

আমি আমি করি মাগো আমি কোন্‌টা এ জগতে?
দেহটা না প্রাণটা আমি বোঝা যায় না কোন মতে।
সংজ্ঞা-হীন শব দেহ, আমি তো ভাবে না কেহ,
দেহচ্যুত আত্মা কি মা আমি বলে শূন্য পথে?
প্রাণ যবে কায়া সনে, ঐক্য হয় সম্মিলনে,
তখনি আমির সৃষ্টি প্রকৃতি পুরুষ হতে।
জড়েতে চৈতন্য যোগে, জীব সুখ দুঃখ ভোগে,
অহঙ্কার থাকে না আর, উভয়ে প্রভেদ গতে। ১২১

(আমার) কাঁদে কেন প্রাণ?
কোন্ অজানিত ভয়ে হৃদি ম্রিয়মান।
কি যেন করেছি কার, চিত্তে হেন অন্ধকার,
বিমল শান্তির কান্তি হোলো অবসান।
না জানি কিসের তরে, হৃদয় বিলাপ করে,
থেকে থেকে মনটা যেন করে আন্‌চান্। ১২২

(মাগো) জীবন সংগ্রাম, চলে অবিরাম,
এ জগতে এসে কিবা সুখ পাই।
কীট কি পতঙ্গ, মৎস্য কি বিহঙ্গ,
পশু পক্ষী নর, কারো প্রভেদ নাই।
প্রবলে দুর্ব্বলে, সদা হিংসা চলে,
জল স্থল শূন্যে যথা যার ঠাঁই।
দূরে যাক আন, মানুষ জ্ঞানবান,
ভাই হয়ে কেন বধে নিজ ভাই।
স্বার্থ বশে অন্ধ, সদা করি দ্বন্দ্ব,
কোথা শান্তি সুখ মা গো তাই চাই। ১২৩

মা তোরে কে চিন্‌তে পারে ?
(তুমি) আছ সর্ব্বঠাঁই ইন্দ্রিয়ে না পাই
এ কাল সে কাল ঘুরি মা আঁধারে।
বৈদিক সময়ে আর্য্য ঋষিগণ
অনিল, অনল, সলিল, তপন,
সৃষ্ট বস্তু সবে, স্রষ্টার স্থাপন,
যজ্ঞে বলি দিয়া, পূজিল তোমারে।
পৌরাণিক যুগে বীর উপাসনা,
শিব, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ আদি নানা,
আদর্শ চরিত্র করিয়া রচনা,
পৌতলিক পূজা জগতে প্রচারে।
ষড় দরশন হোলো তার পরে,
ইন্দ্রিয়-সংযম যোগাভ্যাস ভরে,

জ্ঞানের মাহাত্ম্য শিখাইল নরে,
ধ্যানেতে ধারণা পরম-আত্মারে।
বুদ্ধ, জাতিভেদ প্রথা ঘুচাইল,
সর্ব্ব জীবে দয়া, সাম্য শিখাইল,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বুঝাইল,
দুঃখ নাশে মুক্তি, বাসনা সংহারে।
চৈতন্য, নানক, যিশুখৃষ্ট মতে—
সবে ভাই ভাই মোরা এ জগতে,
কান্ত শান্ত ভাব, মুক্তি ভক্তি পথে.
প্রেমেতে অর্চ্চনা জগত-কর্ত্তারে।
মহম্মদী মতে সকাম সাধনা,
ইহপরলোকে বিলাস কামনা,
কাফের নিধনে, কৃপাণ চালনা
বলের প্রয়োগ ধর্ম্মের বিস্তারে।
ধর্ম্মের বিদ্বেষে দেশে দেশে হায়!
কত রক্ত স্রোত বহিল ধরায়,
প্রেম-মার্গ ভুলে ঘৃণায় হিংসায়,
ভাই হয়ে কেন বধে গো ভ্রাতারে।
যুগে যুগে মাগো কত শত নরে—
এ উদ্ধারে ভ্রান্ত ভাবে পরস্পরে।
যে যেমন বুঝে, পূজে মা তোমারে,
কেহ বা সাকারে, কেহ নিরাকারে।
তোমার স্বরূপ কোন জন জানে
কল্পিত মূরতি, কিম্বা যোগীর ধ্যানে,

অন্তরে, বাহিরে, আছ কোন খানে ?
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, পাই কি প্রকারে ?
তুমি অপ্রমেয়, না পাই সন্ধান,
তুমি জ্ঞানাতীত, আমরা অজ্ঞান,
হৃদয় কমলে মা গো তোর স্থান,
সেই ডাকে তোরে, কৃপা কর যারে। ১২৪

ওমা, কি খেলা তোমার।
আমরা সবাই ভাবি এক তুমি করাও আর।
মানুষে মন্ত্রণা করে, পাতে ফাঁদ পরের তরে,
নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে, একি চমৎকার।
প্রবঞ্চনা দাগাবাজী, করে যেই জয়ী আজি,
প্রতারকের হাতে তার, কালি হবে হার।
পরের প্রাণ করতে চুরি, গোপনে শানায় ছুরি,
সেই ছুরি ঘুরি ফিরি, বুকে বসে তার। ১২৫

কি খেলা খেলিতে আসি কি খেলা খেলিয়া যাই ?
আহার, বিহার, নিদ্রা, বিনা কি আর কাজ নাই।
আগে আমি কোথায় ছিলাম, এ জগতে কেন এলাম,
কে পাঠালে, কোথা যাবো, সদাই আমি ভাবি তাই
বিষয়ে সতত মত্ত, না বুঝিনু আত্ম-তত্ত্ব,
মায়ামুগ্ধ এ সংসারে জানিব তা কার ঠাঁই। ১২৬

কোথা তুমি, কেমন তুমি, (মাগো) খোঁজে তোমায় চরাচর,
সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছ (কিন্তু) বাক্য মনের অগোচর।
স্বষ্টির প্রথমাবধি, অন্তকাল পর্য্যন্ত যদি,
না পাই তোমার তত্ত্ব খুঁজে মরি নিরন্তর।
তোমারে ডাকিলে, প্রাণে— বিমল আনন্দ আনে,
তাই গো মা ডাকি তোমায়, জুড়াইতে এ অন্তর। ১২৭

মাগো, কোথা তোরে পাব ?
পাঁজি পুথি ঘেঁটে কেন জঞ্জাল বাড়াব।
মিছে তীর্থ স্থানে যাই. কোন থানে তুমি নাই।
কে জেনেছে তোরে মাগো, কারে বা সুধাব ?
আঁধার হৃদি-কন্দরে, আয় গো মা আলো করে,
অকপটে ভক্তি ভরে, কাঁদিয়া ডাকিব।
স্তব স্তুতি নাহি জানি, আছ তুমি এই মানি,
বাহির ছাড়িয়া মাগো, অন্তরে দেখিব। ১২৮

মাগো তাই ডাকি তোমায়।
অসংযত চিত্ত-বৃত্তি, আমি যে মা অসহায়,
দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়গণ, করে মহা জ্বালাতন,
কোন পথে যেতে মাগো, কোন পথে লয়ে যায়।
অবোধ শিশুর মত, আঁধারে না পাই পথ,
কৃপা করে জননি গো, পদাশ্রয় দেহ তায়। ১২৯

জানি তুমি মঙ্গলময়
সুশৃঙ্খলে গাঁথা মা তোর সৃষ্টি সমুদয়।
তবু কেন মাঝে মাঝে, সংসারের নানা কাজে,
প্রতিকূল স্রোতে পড়ে উঠে মা সংশয়।
(যখন) দুখ কি দারিদ্রে ভাসি, রোগে শোকে মোহ আসি,
বিপত্তি-বিকল-চিত্তে থাকে না প্রত্যয়।
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, বাসনার বলিদান,
কত দিনে করিবি মা নিষ্কাম হৃদয়? ১৩০

তোমা হতেই পেয়েছি মা এ জীবন,
সুখ দুঃখ ও চরণে করিতে চাই সমর্পণ।
তবে কেন অহং জ্ঞানে, মায়া মোহে ভ্রান্তি আনে,
নিষ্কাম হতে না পারি, পরিহরি এ বাঁধন।
দুগ্ধ থাকে যতক্ষণ, মিশে জল ততক্ষণ,
মাখম হয়ে ভেসে উঠে, দণ্ডে করিলে মন্থন।
তাই যাচি দণ্ড দিয়া, ঘোল দে মা ঘুচাইয়া,
বাসনার সঙ্গে স্বার্থ (যেন) কর্ত্তে পারি বিসর্জন। ১৩১

(আমার) শান্তি নাই মা মনে,
সুখের আশায় ধেয়ে বেড়াই স্বার্থ অন্বেষণে।
ধন মান পিপাসায়, ছুটে মরি দুরাশায়,
পরমায়ু ক্ষয় পায়, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
বৃথা গেল এ জীবন, হোলো না কোন সাধন,
অকৃতি সন্তানে মাগো, স্থান দে চরণে।

বিবেক বৈরাগ্য লয়ে, থাকি যেন সুখী হয়ে,
সন্তোষ অমৃত-তৃপ্ত, তিতিক্ষা জীবনে। ১৩২

ও মা, আমিত্ব ঘোচাবি কবে ?
দুদিনের তরে, আমি আমার করে,
বৃথা আস্ফালন মহা কলরবে।
অন্যে দিয়া দুখ, খুঁজি আপন সুখ,
স্বার্থ লয়ে মত্ত, জীব জন্তু সবে।
অনিত্য সংসার, মানুষ কিবা ছার,
দম্ভ অহংকার কতক্ষণ রবে।
অহংদর্প চূর্ণ, করে দে মা তূর্ণ,
তোমা পরিপূর্ণ দেখি যেন ভবে। ১৩৩

এ দেহ থাকিতে কি মা ভোগ তৃষ্ণা যাবে না ?
এ পামর কি এ জীবনে শান্তি সুধা পাবে না ?
অলীক সুখেরি তরে, ধেয়ে বেড়াই মোহ-ঘোরে,
বিষম আশার নেশা বাড়ে বই তো কমে না।
যত হচ্ছে দিন গত, ভোগস্পৃহা বাড়ছে তত,
প্রবৃত্তির দুর্দ্দম বেগ কোন মতে থামে না।
তাই ডাকি সকাতরে, জননি গো দয়া করে,
তিতিক্ষা বৈরাগ্য দে মা, ঘুচে যাক এ ভোগ বাসনা। ১৩৪

চোকরাঙ্গানি দেখে তোর মা ভয় করিনা আর।
শাসন বিনা শোধন হয় না জেনেছি মা সার।
আমি যে মা দুষ্টু ছেলে, নিজের কর্ত্তব্য ফেলে,
ভবের খেলায় আছি ভুলে, সদা কদাচার।
প্রমোদে আস্কারা পেয়ে, আদরেতে যাই বয়ে,
নিবৃত্তির পথ ছেড়ে, দাস কামনার।
যতই চাপড় পড়ে পিঠে, ভাবি সে সব বড় মিঠে,
দণ্ড পেলে সুধ্‌রে যাই মা, করুণা তোমার। ১৩৫

অদৃষ্টের সনে মাগো কতই আর করি রণ?
দেহটা ক্ষতবিক্ষত, জরজর এ জীবন,।
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, বল, বিলুণ্ঠিত সে সকল,
আশার পতাকা ছিন্ন, ধর্ম্ম-বর্ম্ম অকারণ।
ভোগের শৃঙ্খল ভারে, বদ্ধ মোহ কারাগারে,
কত দিনে করিবি মা, মুক্তি পথ উন্মোচন। ১৩৬

কাঁদিতে কাঁদিতে আসি এ জগতে,
কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাই।
দুদিনের তরে, থাকি ধরা'পরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন কাটাই।
চক্ষু কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সকল—
রূপ রস গন্ধে নিতান্ত পাগল;
সুধা বোধে ধায়, মিলে মা গরল,
ভোগে রোগ ভয়, পরিতৃপ্তি নাই।

স্নেহ ভালবাসা বন্ধন-মায়ার—
থাকে যতক্ষণ স্বার্থ আপনার,
বিরাগ বিদ্বেষ তলে তলে তার;
পুড়ে গেলে কাঠ থাকে সুধু ছাই।
নব নব ভোগে ক্ষণেক আহ্লাদ,
আকাঙ্ক্ষা মিটিলে মোঙা তেঁতো স্বাদ,
সুখ সনে দুঃখ, প্রমোদে প্রমাদ,
কান্না সনে, হাসি মিশে এক ঠাঁই।
কত কষ্ট ভোগ জনম হইতে,
কতই সংগ্রাম এ দেহ পালিতে,
এ যন্ত্রণা মাগো পারিনা সহিতে,
শান্তিমাখা মা তোর কোলে যেতে চাই। ১৩৭

দ্বেষাদ্বেষী করিস্‌নে মন নামেতে কি এসে যায়,
যে যেমন বুঝে তাঁরে, সে তেমনি পূজে মায়।
রূপ ভেদে নাম ভেদে, বাইবেল কোরাণ বেদে,
সাকারে কি নিরাকারে মায়েরি মহিমা গায়।
হিন্দু, বৌদ্ধ, কৃস্তান, ইহুদি কি মুসল্‌মান,
মগ, চিনে, নাগা নেংটা সবাই তাঁরি চরণ চায়।
পদ্ধতি কি অনুষ্ঠান, লোক দেখানে মিছে ভান,
অহৈতুকী নির্ব্বিকল্পা ভক্তি যার সেই মুক্তি পায়। ১৩৮

(সুকবি নীলকণ্ঠের পদানুসরণ)

(আমার) কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার ?
আত্মপর ভুলে, মন প্রাণ খুলে,
অভেদ-নয়নে, দেখিব সংসার।
দিনেশ, গণেশ, শিব, শক্তি, রাম,
বুদ্ধ, যিশু, আল্লা, ব্রহ্ম, রাধাশ্যাম,
যে নামে যে ডাকে, পবিত্র সে নাম—
শুনে, গণ্ডবহি ব'বে অশ্রুধার।
শীখ, শেঠী, মগ, ইহুদী, কৃস্তান,
নাগা, নেংটা, পার্শী, হিন্দু, মুসলমান,
পৃথিবী ভিতরে যথায় যার স্থান—
সবে ভ্রাতৃ-জ্ঞান হইবে আমার।
কত দিনে দয়া হবে সর্ব্ব জীবে,
পর দুঃখ দেখে এ প্রাণ কাঁদিবে,
পরহিত ব্রত এ দেহ সাধিবে,
সহিষ্ণু হইব তরু যে প্রকার।
কত দিনে ভুলবো নিন্দা তোষামোদ,
অহঙ্কার, লোভ, যাবে কাম ক্রোধ,
ঘুচে যাবে স্বার্থ, সুখ দুঃখ বোধ,
বিশ্ব-প্রেমে কবে হবো মাতুয়ার।
কবে ঘুচে যাবে জাতি-কুল-ভ্রম,
ব্রাহ্মণ যবন, উত্তম অধম,
ধনী কি দরিদ্র, দেখবো এক সম,
লোকাচার ঘুচে হবে একাকার।

জেরুজিলাম্, কাশী, মক্কা, বৃন্দাবন,
জনপদ, মরু, সাগর, গহন,
যেথা যাই যেন পাই দরশন,
এ ভব সংসার রচনা যাঁহার।
সদসৎ যাহা করেছি জীবনে,
সকলি অর্পিয়া তাঁহারি চরণে,
তাঁহারি কর্ম্মেতে সঁপি কায় মনে,
আমিত্ব ঘুচিবে নিষ্কাম আত্মার। ১৩৯

(রহস্য)

টাকারে তোর মহিমা অপার,
যত নরনারী, তোর আজ্ঞাকারী,
সিংহাসন তোর নিচেই বিধাতার।
তোমা সম দেবতার, মাঝে কেহ নাহি আর,
নারায়ণের কোলে তাই স্থান কমলার।
কত পুণ্য, কত পাপ, কত সুখ, কত তাপ,
উত্থান পতন ঘটে, ইঙ্গিতে তোমার।
যার ঘরে তুমি নাই, তাহার কপালে ছাই,
রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলি অসার।
যার ঘরে থাক তুমি, সে স্থান নন্দন ভূমি,
সর্ব্ব-গুণান্বিত হয় মূর্খ দুরাচার।
পিতা মাতা সহোদর, তোর ছলে হয় পর,
তোমার কুহকে হয় পর আপনার।

তোর লাগি রণস্থলে, প্রাণ দেয় বীরদলে,
ধনবলে বলী বলে'প্রভুত্ব রাজার।
ভূধরে ভূগর্ভে জলে, তুষারে কি মরু-স্থলে,
তোর লোভে ধায় লোক প্রাণ করে ছার।
তোমা সম যাদুকার, অন্য কেবা আছে আর,
বার বার করি তোর পায় নমস্কার। ১৪০

টাকারে তুই মজালি আমায়!
তোর প্রেমে মজে, ধর্ম্মপথ ত্যজে,
এ জীবনটা গেলরে বৃথায়।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে টাকা পাব,
নিশিদিন গোঁঙাইনু সেই ভাবনায়।
কত মিথ্যা প্রতারণা, বিধর্ম্মীর উপাসনা,
নিত্য করি তোর লাগি ছল রসনায়।
কত হতভাগ্য ভক্তে, আত্মীয়-স্বজন-রক্তে,
হস্ত কলুষিত করে তোর লালসায়।
স্বার্থপর কত নর, ভ্রাতৃ-বধূ, সহোদর,—
পিতৃ-মাতৃ-গুরুঘাতী তোর পিপাসায়।
তোর লাগি চিরকাল, গুপ্ত-হত্যা, চুরি, জাল,
কৃতঘ্ন স্বদেশ-দ্রোহী বিপ্লব ঘটায়।
কত শত রাজবংশ, তোর লাগি হোলো ধ্বংস,
রণভূমে তাহাদের মুকুট লুটায়।

কত কুলবতী সতী, ত্যজিয়া আপন পতি,
ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় তোর ছলনায়।
যে সাধনা তোর তরে, করি নিত্য অকাতরে,
হোতো ভাল করিলে তা' ঈশ্বর সেবায়।
কেন না বুঝিনু আগে, মজিনু তোর অনুরাগে,
হায় হায় ক'রে তাই মরি রে ঘৃণায়। ১৪১

(ও মন) টাকা, টাকা, টাকা করে ঘুরে বেড়াস চরকির মত।
টাকাতেই কি মনুষ্যত্ব? টাকাতেই কি সুখ যত?
রূপার চাকতি পিঠে বাঁধা, হতে চাস্ কি সোনার গাধা,
রিপুর দাস মাৎসর্য্যভরা, অহংকারে জ্ঞানহত।
বল দেখি মন টাকা দিলে, সত্যবন্ধু কয়টা মিলে?
খোসামুদে মোসাহেব সব যোটে বটে শত শত।
ডাক্তার বদ্যি হাকিম ঘিরে, টাকাতে কি আয়ু ফিরে,
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, নয়তো টাকার অনুগত।
টাকার লোভে বাগে পেলে, বাপকে মারে পেটের ছেলে,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, খুনোখুনি অবিরত।
টাকা কি তোর সাথের সাথী? তার লাগি দিবা রাতি,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, খেটে মরিস্ ভূতগত।
কেন রে মন তবু মিছে, ছুটে বেড়াস্ ধনের পিছে,
যে পাঠালে এ সংসারে, তাঁর পদেতে হওরে নত। ১৪২

প্রভাত।—রুণু ঝুণু রুণু ঝুণু ময়লা ফেলা গাড়ী ধায়
উঠ উঠ গৃহলক্ষ্মি, যামিনী পোহায়ে যায়।

মশা, মাছি, ছারপোকা, তোমার নাক, আর কচি খোঁকা
ঘুমেতে ও যে সুখ ছিল ঘুচিয়েছে সে দায়।
থোড় বড়ি পুঁইশাক, ঘুষো চিংড়ি করো পাক,
নাকে মুখে গুঁজে দুটো বেরোবো ত্বরায়।
তোমার হাতের রান্না, খেলে সুধু আসে কান্না,
মনিবের পদাঘাত অমৃতের প্রায়।
কোমল বুটের চোটে, কবে পিলে যাবে ফেটে,
দুর্ল্লভ কেরাণি-জন্ম, করে দেবে সায়। ১৪৩

সন্ধ্যা।—কালি ধুলা মেখে, যখন আফিস্ থেকে,
ঘরে ফিরে আসি আধমরা হয়ে।
মনিবের গালি, হজম করে ফেলি,
মনে মনে তার বেটার মাথা খেয়ে।
গলা করে টা টা, চলে না আর পা টা,
ঘামে চোখের জলে ঝরে বুক বেয়ে।
হাত মুখ ধুয়ে, রুটি ঘণ্ট খেয়ে,
কি আরাম পাই কাঁথা পেতে শুয়ে।
হাতে গড়া পান, গৃহিণী যোগান,
এ সংসারে আছি তাঁর মুখ চেয়ে।
সকল ভুলে যাই, হাতে স্বর্গ পাই,
টিকেটা ধরায়ে হুঁকায় মুখ দিয়ে।
কাঙ্গালী জীবন, করি গো যাপন,
যোগে যাগে যেন রোগী নিম খেয়ে। ১৪৪

নথনাড়া আর দিস্‌নে বিধুমুখি।
আমার পেটের ভাত চাল হয়ে গেছে গলা ঠেলে উঠ্‌ছে উকি।
কলেজের যা লেখাপড়া, সব হোলো কচুপোড়া,
তোমার হুকুম এমনি কড়া সাধ্যি কি তার একটু রুখি।
তোমার মধুর গলার চোটে, ফাক করি না দুটি ঠোঁটে,
পাছে কিছু পড়ে পিঠে, সাক্ষী তার ঐ খোকাখুকী। ১৪৫

মানিনী।—বিগলিত কেশে, আলু থালু বেশে,
কেন কেন চাঁদ পড়িয়া ভূতলে ?
নিশ্বাস পবন, বহে ঘন ঘন,
রবি ছবি মুখে, বুক ভাসে জলে।
কে করেছে দোষ, দাস কিম্বা দাসী,
ভাই বোন মাসী, পিসী, সর্ব্বনাশী,
বলো বলো তার মাথা খেয়ে আসি,
বাড়ি থেকে দূর করে দিব ছলে।
এত যে গুখুরি চাকুরি করিয়া,
সব সয়ে আছি তোমারি লাগিয়া,
এ সংসারে তুমি জার অব্‌ রুষিয়া,
কার মাথা দুটো তোমার হুকুম ঠেলে।
ওঠো ওঠো প্রাণ কও দুটো কথা,
আফিস্‌ থেকে এসে ঘুরে গেছে মাথা,
আর খানিক হলেই ধরবে বুকে ব্যথা,
গড়াগড়ি যাবো রাঙা চরণ তলে। ১৪৬

বাবু।—বাবু বেরোলেন ফিটফাট,
এল্‌বার্ট কেটে কলার এঁটে যেন খুদ্দুর লাট।
গায়ে কোর্ট হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট বুকে ঘড়ি,
হাত পা গুলো দড়ি দড়ি, রঙ্‌টা পোড়াকাঠ।
বাপ করে সদ্দারি মুটে, মা বোনেরা বেচে ঘুঁটে,
বাবু বেড়ান মজা লুটে, প্রাণটা গড়ের মাঠ।
পেটের মধ্যে ক খ নাই, মুখে ফোটান ফুট্‌কড়াই
জেলদারগার ঘরজামাই নিত্য কাটেন গাঁট।
আবকারিতে দিগম্বর, পাঁচীর মার নটবর,
চাঁদমুখীদের নগদা নাগর করেন ঘোটপাট। ১৪৭

———

ঐ না বদ্দিনাথের এঁড়ে।
বাহিরের বৈরাগীর ভাব, অঙ্গে ত্রিশূলের ছাব,
পাত্তোর পানা গত্তোর খানা বেড়ান শিং নেড়ে।
বিনা লাজে হাটের মাঝে, পথেতে শয়ন,
এঁটো পাতে, নর্দ্দমাতে, সুখেতে ভোজন,
কারো কোন কাজে নাই, গাঁ গাঁ হাঁক ছাড়েন তাই,
খোঁজেন পথে চরা গাই, পাছু যান তেড়ে। ১৪৮

———

বল দেখি বিধুমুখি, কেন শতমুখী ধরে?
কেন এ চামুণ্ডা মূর্ত্তি কোন দানবে বধ তরে।
ঘূর্ণ্যমান রাঙা আঁখি, হুহুঙ্কার থাকি থাকি,
অঞ্চলে নিবদ্ধ কটী, দশন-দংশিতাধরে?

বিগলিত কেশ পাশ, আলুথালু ভূষা বাস,
ঘন ঘন বহে শ্বাস, ঘেঁসিতে না পারি ডরে।
সম্বর সম্বর রোষ, ক্ষম ক্ষেমঙ্করি দোষ,
চরণ-রাজীব দেহ এ কিঙ্কর বক্ষোপরে। ১৫৯

কোন পুণ্য ফলে, এ মহীমণ্ডলে,
বাবু রূপে জীব হ'ন অবতার ?
নানা রূপ ধরি, বলো মা শঙ্করি,
কলিকাতা ধামে করেন বিহার ?
কেহবা কেরাণি, কেহবা মোক্তার,
কেহবা উকিল, কেহবা ডাক্তার,
রাজাবাহাদুর কিম্বা ব্যারিষ্টার,
মহাজন কিম্বা গ্রাম্য জমিদার।
পোষ্যপুত্র কিম্বা ঘরজামাই হ'লে,
পরের বিভবে ধনশালী বলে,
নিরুদ্বেগে তার দিন যায় চলে,
জন মাঝে গণ্য, মান্য সবাকার।
ল্যাভেণ্ডার মেখে, মধুপানে পেকে,
মটোর চেরেট ল্যাণ্ডো জুড়ি হেঁকে,
পাশে বারাঙ্গনা বসিয়াছে বেঁকে,
চলে যান বাবু বেহদ্দ বাহার।
রাজপথ পার্শ্বে বসে বারান্দায়,
অপাঙ্গরঙ্গিনী বিদ্যাধরী প্রায়,
নয়নের ঠারে বাবুরে ভুলায়,
বিলাস-তরঙ্গে আনন্দে সাঁতার।

প্রমোদ ভবনে, গণিকার সনে,
বিলুণ্ঠিত কায় মদীরা সেবনে,
মুখে উড়ে মাছি, পড়ে অচেতনে,
ভেবেছেন বাবু জীবনের সার।
নাহি ঘৃণা লজ্জা, পশুর সমান,
ইন্দ্রিয় সেবায় মগ্ন দেহ প্রাণ,
এই কি নরের উদ্দেশ্য মহান,
এ কারণে কি মা এ সৃষ্টি তোমার ?
কোথা মনুষ্যত্ব, প্রবৃত্তি দমন ?
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সব অকারণ,
ধর্ম্মে জলাঞ্জলি, নীতি বিসর্জ্জন,
একি ! বিষময় ফল সভ্যতার। ১৫০

চার্ব্বাক।—সঙ্ সাজা সার কেবল এ সংসার,
খাও দাও, মজা উড়াও, চক্ষু বুজলে কেবা কার ?
যতক্ষণ আছ বেঁচে, গাও, বাজাও, বেড়াও নেচে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল মিছে, দুনিয়াদারি ফক্কিকার ;
পাঁচ মকারে রাখ মন, হাঁস খেল অনুক্ষণ,
চলে গেলে এ জীবন ফিরে তো পাবে না আর। ১৫১

কূউ কূউ করিস্ কারে তুই বেটাই তো কুয়ের গোড়া।
পরের অন্ন খেয়ে বেড়াস্ (তবু) দেহটা তোর কয়লা পোড়া।
চক্ষু দুটো নেশায় লাল, কুকথায় পাড়িস গাল,
মানিস্ না কো সাঁজ সকাল, দুনিয়াতে নাই তোর জোড়া।

(কোকিল রে) পুষ্যিপুত্তুর কাকের ঘরে, তবু বেড়াস গরব করে,
(ও তোর) বাক্যবাণে প্রাণে মরে, দেখ্‌না কত ছুঁড়ী ছোঁড়া। ১৫২

চাঁদ, তুমি ঐ নীলাম্বরে—
হেঁসে ঢলে যাচ্চ চলে রূপের ভরে গরব ক'রে।
মন মজানো প্রাণ মাতানো, কতই ঠাট্‌ ছলা জানো
চকচকে ঐ রূপ দেখিয়ে পাগল কর অবোধ নরে।
নিজে তুমি নীরস কঠিন, পাষাণ সমান, জীবন বিহীন,
গিল্‌টি করা কান্তি টুকু রয় না চিরদিনের তরে।
বুকেতে আগুন ঢাকা, সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক মাখা,
তরল হৃদয় বলে সাগর উথ্‌লে উঠে তোমায় হেরে। ১৫৩

দুর্গাবিপত্তি।—কে বলে আনন্দময়ী দুর্গানামে দুখ হরে?
অভাগার দুর্গাবিপত্তি আশ্বিন মাসটা এলে পরে।
আমি গরিবের ছেলে, চাকরিতে সংসার চলে,
ভাত কাপড় যোগান দায় তায় দেশ ডুবেছে মন্বন্তরে।
দারা সুত কন্যা জামাই, করে গো মা বিষম হাঁকাই,
কিসে জামাজুতা যোগাই, মান রাখি মা কেমন করে?
যখন চায় গহনাগাটী, ঘরে উঠে কান্নাহাটী,
মিছে ভুতের বেগার খাটি, সুখ নাই একদিনের তরে।
পাষাণে তুই জন্মেছিলি, সন্তানে আগুনে দিলি,
দুর্গতিনাশিনী বলে মিছে চেঁচাই সকাতরে।
যার ঘরে তুই করিস ঘর, ভিখারি সে দিগম্বর,
আমার মত তোর ও দশা, কি দিবি মা অন্নেপুরে। ১৫৪

তাই বুঝি রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি মা তোমার।
জীবন সংগ্রামে মত্ত তোর এ সংসার।
জীবে জীবে সদা রণ, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন,
ঘাত প্রতিঘাতে চলে সৃষ্টির ব্যাপার।
দশদিকে দশকরে, দশপ্রহরণ ধরে,
শক্রদমি আত্মরক্ষা বর্ব্বরে (১) সংহার।
ধন (২) বিদ্যা (৩) শক্তি (৪) ফলে, সিদ্ধি (৫) লাভ ভূমণ্ডলে,
তুমি কি চরমোন্নতি আর্য্য সভ্যতার?
মূষিক (৬) ময়ূর (৭) সর্প, (৮) পশুরাজ (৯) হীনদর্প,
পঞ্চভূত ভৃত্যভাবে বহে আজ্ঞাভার।
শিয়রে চৈতন্য (১০) বসে, বিভোর আনন্দ রসে,
নব-পত্রিকায় (১১) ন্যস্ত ঔষধ আহার।
দশভুজা মূর্ত্তি দেখে, খ্যাপা কবি ব্যাখ্যা লেখে,
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে, ভারত উদ্ধার !!! ১৫৫

প্রেম-গীতি।

প্রাণে খেলে অনুক্ষণ, (ও রূপ মোহন)
সুষুপ্ত শিশুর মুখে হাসির মতন।
বিমল সরসী-জলে, কোমল কৌমুদী খেলে,
নিদাঘের সায়ংকালে মলয় পবন।

---

১ অসুর, ২ লক্ষ্মী, ৩ সরস্বতী, ৪ কার্ত্তিক, ৫ গণেশ, ৬ ক্ষুদ্রজীব, ৭ পক্ষিজাতি, ৮ সরীসৃপ জাতি, ৯ পরাক্রান্ত পশু, ১০ আত্মা, ১১ রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তি, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান, ধান্য।

নিশীথে মুরলী রব, করি যেন অনুভব,
শৈশবের চিরস্মৃত সুখের স্বপন। ১৫৬

কে বলে প্রেম প্রাণের বিনিময় ?
এতো মুখের খেলা সুখের মেলা নয়।
কে কিনেছে রূপোর জোরে ? কে বেঁধেছে রূপের ডোরে ?
(যখন) আপনি মরে পরের তরে, তবেই প্রেমের পরিচয়। ১৫৭

বুক্ ফেটে যায় মুখ ফুটেতো বল্‌তে পারি না।
প্রাণের ব্যথা মনের কথা বাহির করি না।
গুমুরে গুমুরে প্রাণ, সদাই করে আন্‌চান,
মানে মানে রাখি মান, সাধতে জানি না।
পাষাণী পাষাণ দিয়া, চাপিয়া রেখেছি হিয়া,
নারীর ধরম তেয়াগিয়া, সরম ছাড়ি না। ১৫৮

কে তুমি সুন্দরি, বন আলো করি,
তরু মূলে বসি ভাব কায় লো ?
হেরে ও বদন, তরুণ তপন,—
শরদের শশী লাজ পায় লো।
বিগোল কুন্তল, দোলে দল দল,
নিরুপম কান্তি খেলে ঢল ঢল।
কেন বিনোদিনি আঁখি ছল ছল ?
হিয়া মাঝে ধরি আয় আয় লো।

মদন দহনে তনু জর জর,
নয়নেরি বাণে কাঁপি থর থর,
তুয়া রূপে ধনি প্রাণে মর মর,
দাসে রাখো রাখো রাঙ্গা পায় লো। ১৫৯

যখন এলো সেধে কেঁদে কেঁদে তখন ফিরে চাইলাম না।
কঠোর প্রাণে অভিমানে কেন কথা কইলাম না।
কতনা কাতর স্বরে, যেচে ছিল পায়ে ধরে,
তখন কেন সোহাগ করে বুকে নিলাম না।
এখন সে তো গেছে চলে, তবু কেন মরি জ্বলে,
আপনি ভাসি আঁখি জলে, মন বোঝে না। ১৬০

পরের তরে ধরফর করে কেন মরে প্রাণ?
যারে চিনতাম না, কভু জানতাম না,—
দুদিনের আলাপে কেন তার ওপর হয় এত টান।
এতো প্রাণের গরজ ভারি, তারে ছেড়ে রইতে নারি,
করি তারি এন্তাজারি, খুইয়ে আপন মান। ১৬১

ওলো ফচ্‌কে ছুঁড়ি, বুকে ছুরি হানিস্‌নে লো আর,
ও তোর বাক্যিবাণে জ্বলি প্রাণে যেন খুরের ধার।
আড়নয়নে ঘুনিয়ে ঘেঁসে, কথা কও মুচ্‌কে হেঁসে,
প্রাণটা করে ওলোট পালট চেপে রাখা ভার। ১৬২

কি বুঝাব প্রাণসখি কেন তাঁরে ভালবাসি।
মরমে অমিয়া ঢালে সে মুখের মৃদু হাসি।
গোলাপের পরিমল, বীণা ধ্বনি সুকোমল,
মলয়ার বায়ু বহে, ভাবিলে সে রূপরাশী।
হেরে অন্য প্রমদায়, সে যদি গো ভুলে যায়,
মোরে ফিরে নাহি চায়, আমি তবু তাঁর দাসী। ১৬৩

ভ্রুকুটি-কুটিল নাথো কোরো না কো ও বদন।
আমি দাসী, তাই তো আসি হেরিতে ঐ শ্রীচরণ।
বিদায় হইয়া যাই, আর কিছু নাহি চাই,
হাস তুমি, হেসে আমি প্রাণ দিব বিসর্জ্জন। ১৬৪

ঐ বুঝি সে পাগ্‌লা ছোঁড়া আসে আমায় জ্বালাতে,
এতো যে হেনস্তা করি নিরস্ত নয় কথাতে।
কেন ওটা অবাক হয়ে, থাকে আমার মুখে চেয়ে,
আঁখি ঝরে বুকবয়ে, বোবার মত জোড়হাতে।
যত বলি যেতে চলে, সঘনে নিশ্বাস ফেলে,
দেখে আমি যাই গলে, থাকি না আর আমাতে। ১৬৫

(ও তোর) মুখ দেখে বুক্ চম্‌কে ওঠে,
প্রাণের ভেতর কেমন করে।
মুখ ফুটে তা বল্‌তে নারি চোক্ ফুটে জল আপনি ঝরে।
তাইতে লো তোর মুখের পানে, চেয়ে থাকি আকুল প্রাণে,
কি জানি কিসের টানে, ভাসি যেন স্রোতোপরে। ১৬৬

বোঝাব কি প্রাণসখি, আপনি বুঝিতে নারি,
কি দেখে গিয়েছি ভুলে কেন তার আজ্ঞাকারী?
কি মোহিনী শক্তি বলে, এ প্রাণ পড়ে উথলে,
বিধু দরশনে যেন আকুল সাগর বারি। ১৬৭

ভালবাসি, ভালবাসে, সেত লেনা দেনা।
দোকানেতে সওদা যেমন হয় বেচা কেনা।
চাহিনা তার ভালবাসা, রাখিনা দেখিবার আশা,
ভালবাসার সুখ কত, কি বুঝিবে প্রেমিক যে না? ১৬৮

হৃদয়-মন্দিরে যাঁরে রেখেছি প্রতিষ্ঠা করে।
পরম-দেবতা তিনি, নিত্য পূজি ভক্তিভরে।
অন্য দেবতার ঠাঁই, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে নাই,
আমার সর্ব্বস্ব তিনি, ইহলোকে লোকান্তরে।
কাছে কিম্বা দূরে থাকি, বনে সিংহাসনে বা কি,
সেই নাম জপমালা, সে নামে অমৃত ঝরে।
অভাগীর এ কপালে, যা ছিল তা গেছে ফলে,
নিঠুর বোলোনা তারে, পাপ হবে শুনলে পরে। ১৬৯

পাপিয়া—'চোক্ গেল' বলে সখি, দেখ না লো কেবা কাঁদে?
ও বুঝি আমারি মত মজেছে রূপেরি ফাঁদে।
তাই লো নিরাশ মনে, গোপনে বিজন বনে,
প্রাণের উচ্ছাস ছাড়ে বিনাইয়া নানা ছাঁদে।
আমি ও লো চখে দেখে, প্রেমের গরল মেখে,
মরমে গুমুরে মরি, না পেয়ে হৃদয় চাঁদে। ১৭০

পাপিয়া—রূপেরি কিরণে কার ঝলসিয়া গেছে আঁখি?
'চোক গেল' বলে তাই কেঁদে ওঠে থাকি থাকি।
কে বুঝি প্রেয়সী তরে, মধুর কোমল স্বরে—
করুণ বিলাপ করে ও নহে বনের পাখী।
কেন ওর কথা শুনি, প্রাণে ওঠে প্রতিধ্বনি?
* ও যে প্রেমিক চূড়ামণি (ওরে) আদরে হৃদয়ে রাখি। ১৭১

কোকিল—এ নিশীথে কুহুরবে কেরে ও জাগায়ে দিল।
সেকেলে কাহিনী যাহা হৃদয়ে ঘুমায়ে ছিল।
কে যে ছিল, কি যে নাই, কারে খুঁজি, কিবা চাই,
কেন আছি, কোথা যাই, আঁধারেতে কি ডুবিল।
সলিলে পড়িল ঢেলা, বীচিমালা করে খেলা,
ভেঙ্গে দিল শান্তি-বেলা, সরসী করি পঙ্কিল। ১৭২

কার পিরীতে এ নিশীথে প্রাণটা করে' উচাটন,
'বউ কথা কও' বলে সখে! ঘন ঘন এ রোদন।
চাঁদ বদনে ঘোম্‌টা দিয়ে, বসেছে কি তোর প্রিয়ে,
কেন এত লোকটলিয়ে চেঁচিয়ে মরিস্ অকারণ?
নারীর কঠিন প্রাণ, সহজে যাবেনা মান,
গলায় বসন করে দান, ধরগে দুটো শ্রীচরণ। ১৭৩

গাছের ফুল গাছেতে থাক্ ঘোচাস্‌নে সই ওর মাধুরী।
তরুলতা পাবে ব্যথা প্রাণের ধন তার করলে চুরি।
যাহা ভাল সাজে যারে, বিধাতা দিয়াছেন তারে,
গোলাপে অলক্ত ঢেলে দেখাস্‌নে সই কারিগরি।
পরের ভূষণ কেড়ে লয়ে, নিজের অঙ্গ সাজাইয়ে,
পরচুলের খোঁপা বেঁধে, বল্‌না কি তায় বাহাদুরী ? ১৭৪

(আমার) ছেলে মেয়ে তরু লতা,
কেমন মাথা নেড়ে খেলা করে।
(ওদের) ফুলের রাশী মধুর হাসি,
হাসে কেমন আমোদ ভরে।
বাতাসী ধাই হেলে দুলে, নাচায় কেমন কোলে তুলে.
(আবার) আব্দার করে কাঁদে যখন পত্র-নেত্রে শিশির ঝরে।
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ, কোমল শ্যামল বেশ,
শীতাতপ হিম বর্ষা সহে অকাতরে।১৭৫

এক দিন সন্ধ্যার সময়,
ছড়ায়ে ফুলের বাস ধীরে বায়ু বয়।
সরসীর তীরে একা, তার সনে হোলো দেখা,
স্বর্গের প্রতিমা যেন ভূতলে উদয়।
আর কেহ নাহি কাছে, পাখীরা ডাকিছে গাছে,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরা যেন বিশ্বময়।
কি মধুর মূর্ত্তি এঁকে, হৃদয়ে গিয়েছে রেখে,
এ জীবনে আর তাহা ভুলিবার নয়। ১৭৬

ও অতুল রূপে, আকুল পরাণ—
সপেঁছি হৃদয় চরণে তোমার।
না জানি ও মুখে কি মোহিনী আছে,
অতৃপ্ত-নয়নে হেরি বার বার।
চাহিনা তোমার ভালবাসা কণা,
দূরে থাকি সদা হেরিতে বাসনা,
কোরো না কোরো না সে সুখে বঞ্চনা,
এ দগ্ধ হৃদয় নৈরাশ্যে আঁধার।
তাও নাহি পাই, নিভৃত কন্দরে,
ও প্রতিমাখানি পরম আদরে,
দিবানিশি ধ্যান করিব অন্তরে—
যত দিন প্রাণ রবে অভাগার।
জানি ভালবাসা সুখ পুণ্যময়,
ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, ক্ষুধা সেতো নয়,
এ হৃদয় নাহি চাহে বিনিময়,
অন্য সুখ যত হোক ছারখার। ১৭৭

বিলোল কটাক্ষ চটুল নয়নে, মুখে মৃদু মৃদু রসময়ী ভাষা।
মধুর অধরে টিপি টিপি হাসি, কেন লো চপলে বাড়াও পিপাসা?
মুখে বল না না, ভাবে যায় তো জানা,
হৃদয়ে লুকানা, গূঢ় ভালবাসা।
কি কাজ সরমে, মজেছি মরমে,
দাসে মনোরমে, কোরো না নিরাশা। ১৭৮

চাঁদপানা সেই মুখখানা তার সদাই আমার পড়ে মনে।
চকিতে চপলা যেন খেলে প্রাণে সঙ্গোপনে।
দুজনাতে সকাল বেলা, করেছিলাম কতই খেলা,
এখন সে লুকাল কোথায়, পাব কি তায় এ জীবনে
হৃদয়ে উচ্ছ্বাস বহে, গুমুরে মরম দহে,
চেতনা রহেনা দেহে, ধারা ঝরে দুনয়নে। ১৭৯

—— ——

চোক দুটি তার পটোল্‌চেরা জোড়া ভুরু তায়।
আড় নয়নে চায় সে যখন মুণ্ডু ঘুরে যায়।
কোঁকড়া চুলে বাঁধা খোপা, রঙ্‌টী যেন কনক্‌ চাঁপা,
টুক্‌ টুকে তার গাল দুটীতে গোলাপ লজ্জা পায়।
মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো, নাকে নোলোক বয়স ষোল,
যৌবনেতে ঢল ঢল, তরঙ্গ খেলায়।
এক দিন দেখা দিয়ে, কোথা গেল পলাইয়ে,
মন প্রাণ কেড়ে লয়ে মজিয়েছে আমায়। ১৮০

মরি হায়! সুখ যায় স্মৃতি টুকু কেন যায় না?
নিরুপায় মনো ধায় যাহা চায় তাহা পায় না।
ছিঁড়েছে বীণার তার, উঠে না ত সে ঝঙ্কার,
প্রাণে গাঁথা সুরটুকু কেন রে লুকায় না।
গোপনেতে থরে থরে, মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ করে,
সে অনল গেছে নিভে, জ্বালাতো জুড়ায় না।
হৃদয় উদাস করে, শোণিতের ধারা ঝরে,
সে ক্ষত শুকায়ে গেছে, দাগ তো মিলায় না। ১৮১

অনিমিষ চোখে তুয়া মুখ পানে,
চেয়ে আছি বলে হেঁস না সুন্দরি।
বেণীটি দুলায়ে, অধর ফুলায়ে,
টিপি টিপি অত হেঁসনা সুন্দরি।
ভেবনা ললনে, কামের ছলনে,
এ পামরের মন লইয়াছ হরি।
হাসি চাহনিতে, পরে মজাইতে,
এত মত্তা কেন আপনা পাশরি।
যেই রূপ টুকু দেহেতে তোমার,—
কেন মিছে তুমি গর্ব্ব কর তার।
হ্রাস বৃদ্ধি হয় কি ইচ্ছায় আপনার?
পার কি রাখিতে চিরদিন ধরি?
তুচ্ছ তৃণ গুচ্ছ, শুক্তি, সেহলায়,
শিশিরের বিন্দু, পতঙ্গের কায়,
উচ্চ দূরে থাক অতুল শোভায়
হেন হেয় বস্তু রহিয়াছে ভরি।
যাঁহার প্রসাদে এ বিশ্ব সংসার,
অনন্ত অসীম শোভার ভাণ্ডার,
তোরে দেখে তাঁর মহিমা অপার,
মনে পড়ে তাই অন্তরেতে স্মরি। ১৮২

———

পিরীত কি সরেস।
এতে নাইকো সুখ লেশ।
এ চিজ—দিল্লির লাড্ডু, ভেতর ঢু ঢু,
বাইরে মজার বেশ।

পিরীতে—জাত খোঁজেনা, রূপ দেখেনা,
মানেনা বয়েস ;
পিরীতে—কেঁদে হাঁসায়, হেসে কাঁদায়,
কি মজার আয়েস।
পিরীতে—ভিচ্ছু আমীর, বাদ্‌সা ফকীর,
বহুরূপীর বেশ।
পিরীতে—আপনা ভোলে, পরকে তোলে,
নাজেহাল এক শেষ।
পিরীতে—বাঁচায় মারে, মড়া বাঁচায়,
(যেন) যাদুকর বিশেষ।
পিরীতের দিব কি নিকেস। ১৮৩

প্রেম. পিরীতি, ভালবাসা, সে সব সুধুই চখের নেশা।
যৌবনের তরঙ্গ ভঙ্গ. কিম্বা লো সই রূপের পেশা।
আমোদ প্রমোদ ভরে, হাসা খেলা পরস্পরে,
জোয়ারের বেগ বয়ে গেলে, ভাটাতে হয় যেসা তেসা।১৮৪

অমন করে দাসীর তরে ফেলোনাকো চখের জল,
স্মৃতির মন্দিরে ছিছি পুষোনাকো হলাহল।
ফুরায়ে এসেছে বেলা, সাঙ্গ জীবনের খেলা,
এখনি চলিয়া যাবো, ছাড়ি জীর লীলাস্থল।
না হেরিলে হাসি মুখ, মরণেও নাহি সুখ,
হাঁস তুমি হেঁসে আমি মন মাঝে পাই বল।
সময় আসিবে যবে, লোকান্তরে দেখা হবে,
অনন্ত-মিলনে সেথা প্রাণ হবে সুশীতল। ১৮৫

ওকি টিপি টিপি হাসি! ওকি আড়ে আড়ে চাওয়া!
মন মজালে বাঁশীর গানে, পাগল কল্লে ফুলের হাওয়া।
নিয়ে গেল কোন দেশে, এ সংসার গেল ভেসে,
রূপেতে ভরিল প্রাণ, ঘুচিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া।১৮৬

ভালবাসায় এ কেমন বিচার?
দূরে থেকে দেখবো তারে, সে দেখাটাও মেলা ভার।
শুন্‌লে দুটো মুখের কথা, ঘুচে যায় মরমের ব্যথা,
কেমনই সে মৌনবতী মুখ তো ফোটেনা তার।
আমি তো সঁপেছি প্রাণ, চাহি না তার প্রতিদান,
(সে) সুখে থাকলেই আমি সুখী, এই মাত্র বুঝি সার।১৮৭

চোখে চোখে প্রেমের কথা, বোঝাবুঝি প্রাণে প্রাণে,
যে মজেছে সেই বুঝেছে, অন্য পরে কিবা জানে।
মুখেতে ফুটেনা ভাষা, দর্শনে মিটেনা আশা,
যে যাহার ভালবাসা, অলক্ষ্যে তাহারে টানে।১৮৮

যখন রোগে রোগে ছট্‌ফট্ করে প্রাণ।
দেহেতে থাকেনা বল, অন্তরে না জ্ঞান।
বমি, কৃমি, বিষ্ঠা মেখে, মূর্চ্ছা যাই কি উঠি ঝেঁকে,
বোধ হয় চারিদিকে নরক সমান।
কোমলা মহিলা বেশে, তখন কোন্ দেবতা এসে,
হাত বুলায়ে সুধা রসে, শান্তি করে দান।
বিলাসের সামগ্রী নারী, যে বলে সে মূর্খ ভারি,
অনন্ত সন্তাপহারী, ধর্মের সোপান।১৮৯

যাতে তুমি সুখী থাক, সেই সুখেতে আমি সুখী।
তবু কেন এ অধীনে ভিন্ন ভাব বিধুমুখি।
নিরবধি কতো সাধি, এতো পায়ে ধরে কাঁদি,
তবু যে তোর পাইনা রে মন, কেমন তুমি পাথর-বুকী?১৯০

মন হারানো, প্রাণ খোয়ানো, নবীন যৌবনে।
ঝক্‌মারী পিরীতি করা যুবতীর সনে।
কথায় কথায় অভিমান, পলকে প্রলয় জ্ঞান,
ক্ষণেকে আকাশে উঠি, জলে পড়ি ক্ষণে।১৯১

(আমি) চাইনে রূপের চক্‌চকানি দুদিনের তরে।
বসন্তে ফুটন্ত ফুল তো আজ বাদে কাল যাবে ঝরে।
যার বুকেতে প্রেমের মধু, কোরবো তারে প্রাণের বঁধু,
হবে না তায় ছাড়াছাড়ি এ দেহে কি দেহান্তরে।
কপটে সঁপিলে হিয়ে, পালায় প্রাণে দাগা দিয়ে,
মরে তখন ছট্‌ফটিয়ে, বিষম বিরহ শরে।১৯২

রূপ দেখে যে সোহাগ করে ভালবাসা কোথায় তার?
পেট্‌ ভর্‌লে দুদিন পরে, মোণ্ডা তেঁতো সে ক্ষুধার।
রূপের ঝলক যতক্ষণ, ততদিন আকর্ষণ,
রূপ ফুরালে পালায় ফেলে ফিরে তো চাহেনা আর।
প্রেমে আত্ম বিসর্জ্জন, প্রাণে প্রাণে সম্মিলন,
সে সুধার গন্ধমাত্র মাংসপিণ্ডে মেলা ভার।১৯৩

আগে চাই রূপের আকর্ষণ,
গুণের পরিচয়ে শেষে প্রাণের সম্মিলন।
মৃত্তিকা, উত্তাপ, জলে, তবে তো অঙ্কুর ফলে,
শুধু বীজে কোন কাজ হয় না কখন।
আগে রূপে, আলাপনে, লালসা উগজে মনে,
সুচারু প্রেমের তরু গুণেতে সৃজন।১৯৪

ভালবাসা নয়তো কারো হাতধরা,
বেছেগুছে, যেচে খুঁজে, হয় কি লো সই প্রেম করা?
ইচ্ছামত ঘসে' মেজে, রূপ আভরণে সেজে,
সেতো রূপের দোকান্‌দারী, বাহিরে নয়ন-হরা।
প্রাণে প্রাণে মেলে প্রাণ, অন্তরে অন্তরে টান,
তারেই বলি ভালবাসা, দুজনাতে আধমরা।১৯৫

নানা বিষয়ক।

বসে' গাই আপন মনে, প্রাণের সনে মুখোমুখী,
এলোমেলো কতকগুলো ছায়া মারে উকিঝুকি।
সংসারের নানা জ্বালা, করে যখন ঝালা পালা,
কবিতা মদিরা পানে কতক মতক ভালো থাকি।
চিন্তা-প্রস্রবিণী ফুটে, কত ভাব মনে উঠে,
কল্পনা রঙ্গিণী খেলে, জাগিয়ে স্বপন দেখি।
ধুধু করে মরুভূমি, ক্লান্তপদে ধাই আমি,
মরীচিকার জল দেখে, মনে মনে হই সুখী।১৯৬

আশা কনক-মৃগ পাছু পাছু সদা ধাই।
ধরি ধরি, ধরি করি, ধরিবারে কই পাই?
কভু ধীরে কভু ধায়, কভু বা লুকায় কায়,
আশেপাশে পুনরায়, এই আছে, এই নাই।
ছড়িছে ছিঁড়িছে কায়, ফোটে কাঁটা পায় পায়,
ভ্রূক্ষেপ করিনা তায়, কভু ফিরে নাহি চাই।১৯৭

কোথা নিদ্রে! লুকালে এখন?
বিরামদায়িনি দেবি, দাও দরশন।
এসো দাসে দয়া করে, শান্তিময় অঙ্কোপরে,
চিন্তাক্রান্ত মাথা মোর করি সমর্পণ।
রোগী যবে যাতনায়, অস্থির লুণ্ঠিত কায়—
তোমার মধুর স্পর্শে, অমৃত সিঞ্চন।
কঠোর শৃঙ্খল ভারে, বদ্ধ যেই কারাগারে,
তুমি যাদু মন্ত্রে তার ঘুচাও বন্ধন।
পক্ষপাত নাহি গণি, কি দরিদ্র কিবা ধনী,
তুল্যরূপে আশীর্ব্বাদ কর বিতরণ।
স্বপন রঙ্গিনী সনে, খেল লয়ে কত জনে,
কারে বা হাসাও, কেহ করে গো রোদন।
তাই ডাকি এসো দেবি, তোমার চরণ সেবি—
সংসারের হলাহল ভুলি কিছুক্ষণ।১৯৮

ওই যে সুন্দরী ঊষা পূরব গগনোপরে,
আরক্ত বদন কান্তি, মৃদু হাসি বিম্বাধরে।
নিদ্রিতা ধরণী প্রতি, নেহারিছে লজ্জাবতী,
হৈমময়ী যবনিকা সরাইয়ে উঁকি মেরে।
পাখীগণ কলস্বরে, আবাহন গান করে,
শিশির বিধৌত পুষ্প তরুদল আছে ধরে।১৯৯

হের সখি শশীর কিরণ।
এলাইয়ে বেলা ভূমে ঘুমে অচেতন।
সুষুপ্তা বসুধা গায়, শুভ্র আস্তরণ প্রায়,
প্রকৃতির যাদু মন্ত্র করে আচ্ছাদন।
প্রেমের পীযুষ কিবা, যশের বিমল বিভা,
মায়ার কুহক যেন, আশার স্বপন।২০০

প্লেগ।—কেউ বল্‌ছে পেলে গো, কেউ বল্‌ছে পালাগো,
কল্‌কেতা তোল্‌পাড়।
রামনাম আর হরিবোলে, কার সাধ্য পথে চলে,
নিমতলা গুলজার।
ভাল মানুষ এলো জ্বর, বেহুঁস্ কাঁপে থর থর,
গলা, কুচ্‌কি, বগল ফুলে একদম সাবাড়।
হিন্দু, জৈনী, মুসলমান, ইহুদী কি কেরেস্তান,
চীনে, মগ, শিখ, শেঠী, কারো নাই নিস্তার।
হাকিম বদ্যি ডাক্তার যাঁরা, কিছুই হদিস্ পান্ না তাঁরা,
দেখেন করে নাড়া চাড়া, ভিজিটের জোগাড়।

বিদেশেতে যাদের বাড়ী, খোট্টা কিম্বা মাড়োয়ারী,
পালাচ্ছে সব তাড়াতাড়ি, খালি বড়বাজার।
ধনীলোকে হাঁসি মুখে, বাগানে কাল কাটান্ সুখে,
গৃহস্থেরা শশব্যস্ত, গরিব নাচার।
হাঁকে ডাকে গগন ছেয়ে, ফেনিল্ দিয়ে বাড়ি ধুয়ে,
বেড়ান্ গোঁফে চাড়া দিয়ে, ম্যান্সিপালের অফিসার।২০

বাজিছে বৃটীশ বাদ্য, ঝর্ঝর ঝন্ ঝন্।
কুলীশ নিনাদে তোপ গর্জে অগণন।
ভীষণ কেশরী আঁকা, উড়িছে রাজ-পতাকা,
সম্রাটের অভিষেক করিছে ঘোষণ।
কহিনূর বিনিন্দিত, জ্ঞান জ্যোতি বিস্ফারিত,
বিশাল লোচনে চারু প্রসন্ন বদন।
সুদৃঢ় দক্ষিণ করে, দীপ্ত রাজদণ্ড ধরে,
কটীতে কৃপাণ দোলে শত্রু বিমর্দ্দন।
সখা রাজবৃন্দ সনে, অধিষ্ঠিত সিংহাসনে,
অরাতি মুকুট-মণি রঞ্জিত চরণ।
সুবিশাল রাজ্য খান, ভানু নাহি অস্ত যান,
ভিক্টোরিয়া জননীর সুযোগ্য নন্দন।
সম্রাটে হে দয়াময়! দীর্ঘ আয়ুঃ, দেহ জয়,
রাম রাজ্য সম হোক্ ভারতে শাসন।২০২

ছেলে বেলা করিতাম মনে—
বড় হলে কত সুখ ধন উপার্জ্জনে

সবে বাবু বাবু কয়, লেখা পড়ার নাহি ভয়,
খাওয়া পরা চলা ফেরা আপন শাসনে।
যতই বয়স যায়, বুক ফাটে ভাবনায়,
তখন করি হায় হায়, শৈশব স্মরণে।২০৩

হায় রে! সে আমি কই?
আগেতে যে আমি ছিলাম আজ আমি সে আমি নই।
শিরীষ কুসুম তুল্য, সুকোমল সুপ্রফুল্ল,
চঞ্চল মাধুরী মাখা, সেই শিশু আমি কই?
তরুণ অরুণ সম, উদিয়ান মনোরম,
জ্ঞান বিদ্যা লালায়িত, সে বালক আমি কই?
চুম্বক পাথর মত, পত্নি, বন্ধু অনুগত,
প্রণয় প্লাবিত চিত, সে কিশোর আমি কই?
রণোন্মুখ বীর প্রায়, বল-দৃপ্ত দৃঢ় কায়,
ধন মান যশো লিপ্সু সে যুবক আমি কই?
শিথিল ইন্দ্রিয়চয়, প্রগল্ভ রসনাময়,
গম্ভীর শিক্ষক কল্প, সেই প্রৌঢ় আমি কই?
রোগ শোক, জরা জীর্ণ, কপট সংশয়াকীর্ণ,
দুরদৃষ্ট চক্রপিষ্ট বার্দ্ধক্যে সে আমি নই।২০৪

পোড়া চোখে ঘুম এলোনা জেগে রাত কাটাই।
পড়ে পড়ে আবোল তাবোল ভাবি ভস্ম ছাই॥
কল্পনার ঘাড়ে চড়ি,' কত রাজ্য ভাঙ্গি গড়ি,
মিল্টন হাফেজ, ডাণ্টে, কালিদাসের মাথা খাই।

ইন্দ্রধনু সেতু ধরে, চলে যাই স্বর্গোপরে,
নারদের সঙ্গে মিশে কোন্দল বাধাই।
দেবাসুরে লাগে দ্বন্দ্ব, স্বার্থবশে ভাল মন্দ,
তাঁরাও মানুষের মত মরি কি বালাই!
দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, থাকে যদি দেবতার,
তা হলে দেবতা নরে প্রভেদ কি ভাই?
কভু যাই যমপুরে, সে আঁধারে ঘুরে ঘুরে,
দেখি কোথা আমা সম পাপীদের ঠাঁই।
ধর্ম্মরাজ নিক্তি ধরে, পাপ পুণ্য ওজন করে,
যে জনের যাহা প্রাপ্য তারে দেন তাই।
শাস্ত্র বলে মরে গেলে, তবে ভোগাভোগ মেলে,
মর্ত্তে থাকি কর্ম্মবশে ফলাফল কি নাই?
তবে কেন ইহলোকে, হাসি কাঁদি হর্ষে শোকে?
জন্মান্তরে কর্ম্মবাদ, অদৃষ্ট দোহাই!!!২০৫

চিন্ময়ি! মৃণ্ময়ী-রূপে পূজি মা তোমারে।
অনন্ত অচিন্ত্য ভাব বুঝি কি প্রকারে?
তবোদরে বিশ্বডিম্ব, আমি ভঙ্গুর জলবিম্ব,
তুমি জ্যোতিঃ স্বরূপিণী, আমি অন্ধকারে।
তুমি সর্ব্বসীমাতীত, আমি রেণু পরিমিত
শ্রদ্ধাপুষ্প, ভক্তিচন্দন, দিব কোন্ আধারে?
শিলা কাষ্ঠ মৃত্তিকায়, রচি মূর্ত্তি কল্পনায়,
যথা জ্ঞান, যথা শক্তি, অর্চ্চনা সাকারে।
তুমি যে মা অন্তর্যামী, হীন মূঢ়মতি আমি,
তুরা'বে কি কৃপাময়ি! ভ্রান্ত দুরাচারে?২০৬

হায় রে ! কেন আমি ধনীর সন্তান ?
লোকে বলে 'স্বর্ণজন্মা' মহা ভাগ্যবান।
সোনার ঝিনুক মুখে, শৈশব কাটানু সুখে,
সবে ধন নীলমণি বংশের নিশান।
অকালেতে বাবা মোলো, লেখাপড়া সাঙ্গ হোলো
বিষয়ের সুখভোগে দিলাম গা ভাসান।
নানারঙ্গে সঙ্গীগণ, নেশায় মজিল মন,
বার-বিলাসিনী হোলো স্বর্গের সোপান।
যৌবন, ধন-সম্পত্তি, অশাসিত চিত্তবৃত্তি,
দশচক্রে করে তুল্লে "ভূত ভগবান"।
দেহে মনে নানা রোগ, একে একে দিল যোগ,
বিষয় জড়িত ঋণে, হাতে বড় টান।
শেষে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, গঞ্জনা লাঞ্ছনা নানা,
ঘৃণা লজ্জা অনুতাপে জর জর প্রাণ।
জননী কাঁদেন দুঃখে, পত্নী সদা ম্লান মুখে,
তবুতো বিলাস তৃষা, নহে অবসান।
মাতিয়া যৌবনে ধনে, পশুসম আচরণে,
অবাধে পাপের স্রোত বহানু উজান।
হায় ! পূর্ব্ব পিতৃগণে, করিতেন যেই ধনে—
স্বর্গোপম সুপবিত্র ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কি খেদ ! পামর আমি, হইয়া বিপথগামী,
সেই ধনে কিনিলাম নরকেতে স্থান।
মম সম পাপাত্মারে, সৃষ্টি করি এ সংসারে,
বল মাগো কোন ইষ্ট হয় সমাধান ?২০৭

মধুপুর।—বাঙ্গালীর দার্জীলিঙং ধন্য মধুপুর,
আধরাত্রে মেলট্রেনে আসি এতো দূর।
পাথুরে সহর তার, পথ ঘাট পরিষ্কার,
জলে লোহা, মিঠে হাওয়া রোগ করে চূর।
সুচারু বাসের স্থান, চারি দিকে বিদ্যমান,
বাংলো, লজ, কেম্প, কট, ব্যারাক কুণ্ডুর।
স্মিথহল সুবিশাল, দত্তজার হাঁসপাতাল,—
দাতব্যে ঔষধ পায় গরীব অতুর।
সরুচাল, ভালো ডাল, পাওয়া যায় আজ কাল,
মাছ নাই, মুর্গী মটন্ বাজারে প্রচুর।
রুগ্ন দেহ ভগ্ন মন, হেথা আসে বাবুগণ,
কেরাণী, উকিল, জজ, রাজাবাহাদুর।
গায়ে ওড়না বঙ্গনারী, পায়ে জুতা সারি সারি,
দুবেলা মাঠের হাওয়া খান সুমধুর।
খোলা প্রাণ সাদা মন, বাসীন্দা সাঁওতালগণ,
নরনারী মিলে নাচে, গায় একসুর।২০৮

বৈদ্যনাথ।—এখানে আসিলে হোতো রোগের নিপাত,
তাই বাবা লোকে তোমায় বলে বৈদ্যনাথ।
পাণ্ডাদের ভিড়, পুরাণ মন্দির,—
শিবগঙ্গা গলি দেখে চক্ষু স্থির,
আঁকা বাঁকা বাড়ি না চলে সমীর,
দমফেটে যাত্রী হয় কুপোকাত।

পেঁড়া দই ছাড়া ভালো খাবার নাই,
দুর্গন্ধের চোটে প্রাণ করে পালাই,
বাহিরে সাহেবী সহরেতে যাই,
দূর থেকে বাবার পায় প্রণিপাত।২০৯

তপোবন।—রম্য তপোবন গিরি, পাথরে গাঁথানো সিঁড়ি,
গর্ভবতী রমণীও সুখে উঠে যায়।
বিরলে ধ্যানের স্থান, কত গুহা বিদ্যমান,
খুঁজে কেহ নাহি পান লুকাইলে তায়।
নিচেতে কূপের জল, সুবিমল সুশীতল,
শ্রান্ত পান্থে ক্লান্তি দূর করে পিপাসায়।
উপরে মোহন্তের মঠ, ঠিক যেন চিত্রপট,
কলি দেওয়া সুসজ্জিত বিলাস সজ্জায়।
রূপার গেলাস থাল, লালপেড়ে বাঘছাল,
তক্তাপোষ আচ্ছাদিত কোমল শয্যায়।
আধ ইঞ্চি সরপড়া, প্রকাণ্ড দুধের কড়া,
চেলারা নিযুক্ত সবে গুরুর সেবায়।
সংসার বিরাগী যোগী, এত যদি সুখ ভোগী,
বিষয়ীর কিবা দোষ ভোগ লালসায়?২১০

পুরুলিয়া।—পুরুলিয়া পরিষ্কার সাহেবী সহর,
হাঁসপাতাল, আদালত, জেল, ডাকঘর।
কতই দোকান বাটী, কত বাংলা পরিপাটী,
বিশাল সাহেববাঁধ, পুথ মনোহর।

বাঙ্গালীর যাহা চাই, যাহা পরি, যাহা খাই,
মাছ, দুধ, চাল, ডাল, সন্দেস বিস্তর।
বাউড়ি সাঁওতাল ধরে, চা বাগানে কুলি করে,
মানুষের ঠেলা গাড়ি পুস্পুষ সুন্দর।২১১

পঞ্চকোট।—গিরিবর পঞ্চকোট বিশাল শরীর।
অঙ্গে কত আম্রবন, দেউল, মন্দির।
ভাঙ্গামঠ দেবালয়, কাল দন্তে হয় লয়,
শোকে তিনধারা বয় চোখে যেন নীর।
মেটেদুর্গ, রাজবাটি, নবরত্ন পরিপাটি,
উলুবনে হয় মাটী, ভাঙ্গিয়া চৌচির।২১২

গয়া।—যত কিছু তীর্থ আছে সকলের সার।
গয়ার সমান তীর্থ দুটী নাই আর।
নিজের কামনা নাই, অন্যের মঙ্গল চাই,
পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, গোষ্ঠী, ভগিনী, ভ্রাতার।
নমাতা নপিতা জনে, পুত্র বন্ধু হীন গণে,
বিষ্ণুপদে ভিক্ষা যাচি করিতে উদ্ধার।
মানুষ দূরেতে থাক, পশু, পক্ষী, কীট, নাগ,
সবার সদ্‌গতি খুঁজি, মুক্তি জীবাত্মার।
বাল, বৃদ্ধ, যুবা সবে, পিণ্ডদান করে যবে,
স্মৃতির পবিত্র নদী চক্ষে ঝরে তার।
এ হেন নিষ্কাম কর্ম্ম, হেন সুপবিত্র ধর্ম্ম,
ভক্তিমাখা হিন্দু বিনা, আছে অন্য কার।২১৩

বারাণসী—গঙ্গাতীরে কিবা শোভা নয়ন-রঞ্জন,
গিরিশ্রেণী সম ঘাট, মন্দির, ভবন।
ইহার তুলনা নাই, লোকে বুঝি বলে তাই,
শিবের ত্রিশূলোপরে কাশী নিকেতন।
ভিতরেতে কিন্তু তার, পূতিগন্ধ অন্ধকার,
সংকীর্ণ মলিন পথ না চলে পবন।
কতই মন্দির, ঘাট, বিপণি, বাজার, হাট,
ছড়াছড়ি শিবলিঙ্গ না যায় গণন।
জয়সিংহ নৃপতির প্রাচীন মানমন্দির,
সারনাথে বৌদ্ধ কীর্ত্তি, অতি পুরাতন।
শিক্‌রোলে সাহেব পাড়া, সেফাই সঙ্গিন খাড়া,
নগরের নানাবিধ উন্নতি সাধন।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর, দুর্গাবাটী, লম্বোদর,
বিবিধ শাস্ত্রের চর্চ্চা, কালেজ ভবন।
ভাঙ্গি বেণীমাধো শিব, পিতৃদ্রোহী আরংজীব,
কীর্ত্তি বা কলঙ্ক ধ্বজা করেছে স্থাপন?
পরমহংস, দণ্ডী, যতি, কত সাধু পুণ্যমতি,
হেথায় কাটাতে আ'সে অন্তিম জীবন।
কত ভণ্ড দুরাচার, বারাঙ্গনা, কুলাঙ্গার,
কত মতে পাপ-স্রোত করিছে বর্দ্ধন।
শুনি কাশী পুণ্যধাম, হায়! একি পরিণাম,
অশেষ কলুষ পঙ্কে মলিন এখন।২১৪

প্রয়াগ।—প্রয়াগে যমুনা সনে গঙ্গার মিলন।
আক্‌বর নির্ম্মিত দুর্গ বিশাল ভীষণ।
সুড়ঙ্গে অক্ষয় বট, মুকুন্দ যোগীর মঠ,
অশোকের জয়স্তম্ভ সুঠাম গঠন।
খসরুবাগ মনোরম, ভরদ্বাজ পুণ্যাশ্রম,
বেণীঘাটে করে লোক মস্তক মুণ্ডন।
যাদের মাথায় টাক,— বেণীঘাটে তারা যাক,
বেণী-বিনোদিনী যেন না যায় কখন।
পূর্ব্বেতে সঙ্গমে আসি, মুক্তি পদ অভিলাষী,
করিত বর্ব্বর লোকে, আত্ম বিসর্জ্জন।
কলের জল পথে আলো, রেলের কারখানা ভালো,
বোম্বাই যাইতে হ'লে দক্ষিণে গমন।২১৫

আগ্রা।—আকবর পাতশার সখের সহর,
আগ্‌রা মসীদ দুর্গে, বড়ই সুন্দর।
শ্যাম যমুনার জলে, প্রতিবিম্ব কত স্থলে,
পথ, ঘাট, বাটী, ঘর, বিপণি বিস্তর।
গগনে ঠেকেছে মাথা, লোহিত পাথরে গাঁথা,
উঠেছে সুদৃঢ় দুর্গ রম্য থরে থর।
দেখগে ভিতরে তার, আম, খাস, দরবার,
মতিমসীদ্, সীসমহল, কিবা মনোহর।
মানসিংহ, টোডরমল, যোধাবাই, বীরবল,
এখনো দেখিবে সেথা, তাহাদের ঘর।

পত্নি, বন্ধু, সেনাপতি, সখ্যভাব হিন্দু প্রতি,
সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শী নৃপ আকবর।
অদূরে সেকেন্দ্রাবাগে, নগরের প্রান্তভাগে,
সুগঠিত সপ্ততল তাঁহার কবর।
অন্য দিকে সমুজ্জ্বল, সুবিখ্যাত তাজমহল,
যাহার তুলনা নাই ধরণী ভিতর।
এতমাদ উদ্দৌলার, পীতবর্ণে শবাগার
ফতেপুর শিকরিতে দৃশ্য বহুতর।২১৬

তাজমহল।—যখনি তোমারে দেখি ফিরে না নয়ন।
কল্পনায় গঠা যেন সদাই নূতন।
বেদাগ ধবল কায়, মণি রত্ন কত তায়,
চারুশিল্পে বিরচিত কোরাণ বচন।
দানবে পাষাণ আনি, গঠিল ও তনুখানি,
জহুরিরা কারুকার্য্যে কৈল সমাপন।
প্রভাতে রবির করে, অপরূপ শোভা ধরে,
শশীর কিরণে যেন মর্ম্মরে স্বপন।
রাখিতে পত্নীর মান, প্রেম-মুগ্ধ সাজিহান,
প্রেমের মূরতি বুঝি করেছে স্থাপন।
ইহার তুলনা আর, এ জগতে মেলা ভার,
অকৈতব প্রণয়ের পবিত্র স্মরণ।২১৭

মথুরা।—প্রাচীনা মথুরা তুমি শূরঃসেন পুরি।
বিগত-যৌবনা যেন নাহি সে মাধুরী।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, আজি যেন ম্রিয়মান,
দৈবকীর সম দশা কংস-রোষে ঝুরি।
দুর্দ্দান্ত নামুদ আসি, দেবমূর্ত্তি রাশি রাশি,
মণিরত্ন সহ সব করিয়াছে চুরি।
কালের করাল রেখা, তব অঙ্গে যায় দেখা,
অতীতের ইতিহাস চিহ্ন ভূরি ভূরি।
তপন বসিলে পাটে, আরতি বিশ্রান্ত-ঘাটে,
কামিনী কুসুম লয়ে করে হুরাহুরি।২১৮

বৃন্দাবন।—এই কি সে কবিতার নিত্য প্রস্রবণ,
ভূতলে অতুল ধাম সুখ বৃন্দাবন?
অলি, পীক, শুক, সারী, কলরবে চিত্তহারী,
কুসুম-পল্লব-রম্য কোথা কুঞ্জগণ?
'ললিত লবঙ্গলতা', পরিমলে আমোদিতা,
কোথা কালিন্দীর সেই বিলোল নর্ত্তন?
প্রেম-ভক্তি পরায়ণা, কোথা সেই ব্রজাঙ্গনা,
মধুর মুরলী গানে বিমোহিত মন?
করি শৃঙ্গা বেণুরব, লয়ে ধেনু বৎস সব,
কোথা গোপ বালকেরা সরল জীবন?
এখন যে দিকে চাই, সে সকল কিছু নাই,
ভেঙ্গে গেছে কল্পনার মোহন স্বপন।

বিপণি, মন্দির, ঘাট, ঘিরেছে পুলিন মাঠ,
প্রকৃতির চারু-শোভা করেছে হরণ।
যাত্রীর শোষণে রত, এবে ব্রজবাসী যত,
লুব্ধ শাখামৃগ সহ করে জ্বালাতন।
বিদ্যা চর্চ্চা অষ্টরম্ভা, কুঁড়োজালী তিলক লম্বা,
পরকীয়া প্রেমামৃত পান পরায়ণ।
যাত্রী কিম্বা তীর্থ-বাসী, কত লোক হেথা আসি,
যুগল বিনা রইতে নারে মাহাত্ম্য এমন।
অনেকেরি তলে তলে, নানা লীলা খেলা চলে,
গোপনে পুণ্যের নামে পাপ আচরণ।
এই কি সে, হা চৈতন্য! বৈষ্ণবের বৃন্দারণ্য,
কোথা ব্রহ্মচর্য্য, কোথা ইন্দ্রিয় দমন?
ভক্তি-মাখা, দৈন্য-নত, কোথা সে সাধক যত,
হরিদাস, রঘুনাথ, রূপ, সনাতন? ২১৯

জয়পুর।—জয়পুর ভারতের প্যারিস যেমন।
অট্টালিকা সমুদয় লোহিত বরণ।
রাজপথ সুবিস্তৃত, ফুটপাথে সুশোভিত,
নিশাকালে গ্যাসালোকে তমো নিবারণ।
স্বাস্থ্যপ্রদ সুবিমল, দুধারে জলের কল,
পাষাণে রচিত স্থল, স্নানের কারণ।
বালক বালিকাগণ, করে বিদ্যা অধ্যয়ন,
হাঁসপাতাল, শিল্পশালা, বিচার-ভবন।

মধ্যস্থলে রাজবাটী, কারুকার্য্যে পরিপাটী,
স্বর্গশূলি, মানমন্দির সুচারু গঠন।
দুষ্ট আরংজীব ভয়ে, বৃন্দাবন হতে লয়ে,
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথে করেছে স্থাপন।
অম্বরেতে শিলা-দেবী, গল্‌তানে সূর্য্যেরে সেবি,
ঘাট পর্ব্বতেতে শোভে কুসুম কানন।
পাষাণের শিল্প কাজে, অগণ্য বিপণি সাজে,
রাম-নিবাসে যাদুঘর, পশু-নিকেতন।২২০

পুষ্কর।—পুষ্কর দুষ্কর তীর্থ রাজপুতানায়।
বিষম বন্ধুর পথ পাহাড়ের গায়।
চৌদিকে পর্ব্বতময়, মাঝে দীর্ঘ জলাশয়,
দুর্গন্ধ মলিন জল পদ্মের পাতায়।
ব্রহ্মার মন্দির তীরে, সাবিত্রী পর্ব্বত শিরে,
বালিতে আকীর্ণ পথে, চলা বড় দায়।
ভাল খাদ্য মেলা ভার, রম্য দৃশ্য চারিধার,
শ্রাদ্ধ দান করে যাত্রী তীর্থ দীর্ঘিকায়।২২১

দিল্লি—চন্দ্রবংশ্য রাজাদের আদি বাসস্থান।
ইন্দ্রপ্রস্থ আজি দিল্লি, নগর প্রধান।
কত রাজা এলো গেলো, কত বংশ ধ্বংস হোলো,
চৌহান, রাঠোর, জাঠ, মোগল পাঠান।
কালো জল যমুনার, লাল হোলো কতবার,
উত্তপ্ত-শোণিত স্রোতে বহিল উজান।

আত্মীয় স্বজন হত, বীর-মুণ্ড কত শত,
গড়াইল এই স্থানে বিধির বিধান।
কত রূপ গুণবতী, স্বদেশী বিদেশী সতী,
কেহ ধর্ম্মচ্যুতা, কেহ হারাইল প্রাণ।
ছুরি, ছোরা, তীর, শর, ঝঞ্চনিল পরস্পর,
কৃপাণ, কুঠার, বর্ষা, বন্দুক, কামান।
কত অশ্ব, গজ, রথ, সুবিস্তৃত রাজপথ,
মণি-মুক্তা-রত্ন-দীপ্ত সিংহাসন যান।
কত দুর্গ ভয়ঙ্কর, অট্টালিকা মনোহর,
মসীদ, মিনার, বাপী, মন্দির, উদ্যান।
সুখমুগ্ধ মানবের, যাহা ভোগ-বিলাসের,
একদিন সে সকলি ছিল বিদ্যমান।
তপোযজ্ঞ, কবি-গীতি, সিংহনাদ, রাজনীতি,
একে একে উঠি কালে হোলো অবসান।
পাষাণে অঙ্কিত রেখা, সম আজও যায় দেখা,
হিন্দু-মুসলমান-কীর্ত্তি অন্তিম-শ্মশান।
আজি কালচক্র বশে, বিদ্রূপিয়া পূর্ব্ব যশে,
সদর্পে উড়িছে ওই বৃটীশ-নিশান। ২২২

অমৃতসর।—শিকেরা অমৃতসরে পুণ্য-তীর্থ বলে।
মার্ব্বেল-মন্দির শোভে হ্রদ মধ্যস্থলে।
সোনালা গম্বুজ তার, সেতুযোগে হয় পার,
গুরু নানকের গ্রন্থ খ্যাত ধরাতলে।

নিশিদিন শান্তিময়, গীত-বাদ্যে পূজা হয়,
হালোয়া প্রসাদ পায় ভিক্ষুকের দলে।
একদিকে ঘণ্টাঘর, রামবাগ মনোহর,
সুপ্রশস্ত জনাকীর্ণ পথে লোক চলে।
সহরে দোকান নানা, শাল-পশমের কারখানা,
কেনা বেচা করে সবে, পূর্ণ কোলাহলে ২২৩

হরিদ্বার।—কেহ বলে হরদ্বার কেহ হরিদ্বার।
শৈব বৈষ্ণবেরা দ্বন্দ্ব করে অনিবার।
বন্ধুর পর্ব্বত হতে, নামি গঙ্গা এই পথে,
সমতল ক্ষেত্রে আসি মিশিল ধরার।
বিষ্ণুপদ ঘাটে যাত্রী, স্নান করে দিবারাত্রি,
পিণ্ডদানে করে কত বংশের উদ্ধার।
দ্বাদশ বৎসর পরে, বৃহস্পতি কুম্ভ ঘরে,—
প্রবেশিয়া কুম্ভযোগ করেন প্রচার।
নাগা, খাকী, মায়াচারী, রামানুজী, জটাধারী,
আসে কত সম্প্রদায় গুণে উঠা ভার।
দক্ষের যজ্ঞের স্থল, অদূরেতে কনখল,
সতীকুণ্ড দক্ষেশ্বর সাক্ষী মাত্র তার।২২৪

অযোধ্যা।—অযোধ্যা তোমারে দেখে ঝরে দুনয়ন।
বাল্মীকি-বর্ণিত-শোভা কোথায় এখন ?
'শয্যাগৃহে সুপ্তজনে', কুশ সবিস্ময় মনে,
হিমক্লিষ্টা মৃণালিনী দেখিল যেমন।

আজো তুমি সেই মত, বিগলিত কান্তি যত,
প্রোষিত-ভর্তৃকা যেন, বিলুপ্ত-যৌবন।
কালিদাস কি চোখে দেখে, রঘুবংশে গেছে লিখে ?
করিল বিক্রমাদিত্য সংস্কার যখন।*
ভগ্নচিত্তে যত ঘুরি, কাগতা কোশলা পুরী ?
কোথা রামচন্দ্র, কোথা প্রিয়-নিকেতন ?
ওই সে সরযু বয়, মৃদুগতি স্রোতচয়,
করুণ বিলাপে যেন করিছে রোদন।
গোপ্রতার ঘাটে যবে,— লয়ে পৌরজন সবে,
করিলেন রঘুপতি স্বর্গে আরোহণ,—
শোভা কান্তি ছিল যত, তাঁর সনে হ'লো গত,
কালের করাল দন্তে চর্ব্বিতা এখন।
কোথা তুমি জিতেন্দ্রিয়, হে লক্ষ্মণ, তব প্রিয়,
পবিত্র লক্ষ্মণাবতী বিলাসে মগন।
ভোগাসক্ত নবাবের, কত শত বেগমের,
নামে খ্যাত আজি তার কানন ভবন।২২৫

ভুবনেশ্বর—পুরাণে ভুবনেশ্বর একাম্রকানন।
ললাটেন্দু-কেশরীর শৈব নিকেতন।
সুদীর্ঘ মন্দির মাঝে, ভৈরব লিঙ্গ বিরাজে,
দীপ বিনা দ্বিপ্রহরেও না যায় দর্শন।
ভগবতী, গজমুণ্ড, দেব দেবী কত কুণ্ড,
দিব্য কারুকার্য্য করা পাষাণে গঠন।

* প্রবাদ, বিক্রমাদিত্য একবার অযোধ্যার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন।

মনে হেন অনুমানি, পরিত্যক্ত রাজধানী,
বিন্দুসরোবরে মাঠে, পাই নিদর্শন।
দূরে গন্ধবতী তীরে, উদয়, খণ্ড, গিরিশিরে,
বিচিত্র খনিত গুহা না যায় গণন।
হস্তি, ব্যাঘ্র, জয়, বিজয়, অলকাদি গুহা চয়,
দুইতালা রাণীহংস, স্তম্ভে সুশোভন।২২৬

জগন্নাথ পুরী।—উত্তাল জলধি কূলে, ফেনিল লহরী দুলে,
অনন্ত আকাশ মরি মাথার উপর।
কনক বালুকা বেলা, অনিলে সলিলে খেলা,
তরুণ অরুণ কালে দৃশ্য মনোহর।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, কত হর্ম্ম্য অগণিত,
দেউল, মন্দির, মঠ প্রাসাদ, চত্বর।
অসংখ্য বিপণিমালা, অদূরে আঠারনালা,
ইন্দ্রদ্যুম্ন, শ্বেতগঙ্গা, চন্দন সরোবর।
মাঝেতে বিশাল কায়, ধ্বজচক্রে শোভা পায়,
পাষাণে রচিত কারু মন্দির সুন্দর।
সিংহদ্বারে দেখ লম্ব, অশোকের জয়স্তম্ভ,
প্রাচীরে বেষ্টিত পুরী, মণ্ডপ বিস্তর।
নানা দেব দেবী তায়, মধ্যে রত্নবেদিকায়,
সুদর্শন, জগন্নাথ, ভদ্রা, হলধর।
দক্ষিণে অক্ষয় বট, বিমলা দেবীর মঠ,
হনুমান, নৃসিংহের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।

চৈতন্যের প্রিয় স্থান, আজও আছে বিদ্যমান,
পাদুকা, করঙ্গা, কন্থা, গম্ভীরা ভিতর।
শৈব ধর্ম্ম পরিচয়, ভূমি গর্ভে দেবালয়,
কপালমোচন, লোকনাথ, যমেশ্বর।
নানক, শঙ্করাচার্য্য, বিদুর, কবিরের কার্য্য,
হরিদাসের সিদ্ধ বকুল আজিও অমর।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল তায়, একত্রে প্রসাদ খায়,
চন্দ্রভাগা তীরে পূজে কোনার্কে ভাস্কর।২২৭

দারজিলিঙ।—শাস্ত্রে বলে হিমাচলে অমর-সদন।
যে দেখেছে দারজিলিঙ, বুঝে সেই জন।
নিচে শিলিগুড়ি হতে, ধায় রেল উর্দ্ধ পথে,
আঁকা বাঁকা ঘোরা ফেরা বিচিত্র গঠন।
শালবন মধ্য দিয়া, চলিলাম এড়াইয়া,
একদিকে শৈলমালা অটল ভীষণ।
অন্যদিকে ফিরে চাই, নিচে বুঝি কিছু নাই,
ধোঁয়াধোঁয়া অন্ধকার, যেন আচ্ছাদন।
ক্রমে ঠাণ্ডা হাওয়া পায়, গরম কাপড় গায়,
মধ্য পথে কার্সিয়াঙে, হোটেলে ভোজন।
ঘুম ছাড়াইয়া গেলে, নিম্ন পথে রেল চলে,
উচু নিচু দারজিলিঙে পাই এষ্টেসন।
সারাপথ জনশূন্য, হেথা দেখি লোকারণ্য,
কত জাতি কত বেশ না যায় গণন।

প্রাসাদ, বিপণি মালা, রাজপথ, নাট্যশালা,
সুচারু পাদপ শ্রেণী, রম্য উপবন।
টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, হাঁসপাতাল পরিসর,
জিনিয়া অমরাবতী প্রবরী ভবন।
রজত-তুষার কায়, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়,
ভূতলে অতুল দৃশ্য, নয়ন-রঞ্জন।
অহো! ভিক্‌টোরিয়া ফল, ক্ষীর ঝরে অবিরল,
অদূরে ভুটীয়া বস্তি বৌদ্ধ নিকেতন।
লেপ্‌চা, লিম্বো, ভুটীয়া, খাসী, তিব্বতীরা আদিবাসী,
ইংরেজ বাঙ্গালী বাস করিছে এখন।২২৮

বঙ্গের নন্দন বন ইডেন উদ্যান।
বিজলীর আলো হেরি শশী লজ্জা পান।
ফলে ফুলে সুশোভিত, তরুলতা অগণিত,
বর্ম্মার পেগোডা তায় বিজয় নিশান।
সর্পগতি জলাশয়, উচু নিচু পথচয়,
ক্রীড়া শৈল, জলযন্ত্রে করে বারিদান।
শ্বেতকান্তি নর নারী, বিহরিছে সারি সারি,
নানা জাতি নাগরিক আসি হাওয়া খান।
যুনানীয় শিশুগণ, নাচে পুলকিত মন,
সন্ধ্যায় বিলাতি ব্যাণ্ড করে বাদ্যগান।২২৯

চিৎপুর রোড।—একা চিৎপুর রোডে সহর গুল্‌জার।
অসংখ্য বিপণিমালা, কতই বাজার।
গৃহসজ্জা, পরিধেয়, ঔষধ. কি খাদ্য-পেয়,
মাদক, বিলাস দ্রব্যে অক্ষয় ভাণ্ডার।
কত রকম, কত ফেসান, কার্ট, ল্যাণ্ডো, বগি, ফিটান,
গো, অশ্ব, মহিষযানে পথে চলা ভার।
তারেতে তড়িত্‌যোগে, ট্রামগাড়ি ধায় বেগে,
মটোর্. সাইকেল্ ছোটে, বায়ু মানে হার।
দুধারেতে ফুটপাথে ছড়ি, ব্যাগ, ছাতিহাতে,
নানাদেশী জনস্রোত বহে অনিবার।
ফিরিঙ্গী, তেলেঙ্গা, উড়ে, শ্যাম, শিখ, চিনে, নেড়ে,
ইরাণী, তুরাণী, ভোট, মগ, মালাবার।
ইংরেজ, ফরাসী, ডচ, আর্ম্মাণী, জার্ম্মাণী, স্কচ,
ইহুদী, মার্কিন, কাফ্রী, গুর্খা, মাড়োয়ার।
লুচি, কচুড়ি, মিঠাই, মণ্ডা, ফল, ফুলুরী, সরবৎ ঠাণ্ডা,
মাছ, মাংস, ভাজা-এণ্ডা, যা চাও খাবার।
গরম চা আর নান্‌খাতাই, তামাক, চুরুট্ কি বার্ডসাই,
কুল্‌পিবরফ, চেনাচুর কেয়া মজাদার।
মামার বাড়ি সারিসারি, ব্রাণ্ডী, জীন, সাম্পিন, সেরী,
রামানন্দ, তাড়ি, খাঁটী, দোয়াস্তা, বাহার।
চাটের দোকানে তাজা, ছোলা, মটর, কলাইভাজা,
বেগুণি ফুলুরীর সঙ্গে চচ্চড়ি কাঁকড়ার।
সিদ্ধি, গাঁজা, চরস, আফিম, আব্‌কারি মাল কাট্‌তি অসীম,
কোকেন, গুলি, চণ্ডুখোর বিবিধ প্রকার।

কামিজ্, সেমিজ্, বডি, বনেট্, পিরাণ, মের্জাই, কোর্ট, জ্যাকেট্
লণ্ড, লঞ্জ, চীনে, পার্শী, ওভার, অলষ্টার।
কোরা, ধোয়া, রঙিন্, ডুরে, ঢাকাই, কল্‌মে, শান্তিপুরে,
মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশী, ফরাসীডাঙ্গার।
সোণা, রূপা, পিত্তল, কাঁসা, জার্ম্মাণ সিল্‌ভারের খাসা,
নানা কারুকার্য্য করা দ্রব্য অলঙ্কার।
সেতার, বেহালা, এস্‌রাজ, বাঁয়া, তবলা, পাখোয়াজ,
হার্ম্মোনিয়ম্, গ্রামোফোন, বীণ, সুরবাহার।
বাক্‌স, পেঁটরা, খড়ম, জূতো, তালা, চাবি, ছুঁচ, সুতো,
বই, খাতা, কাগজ, কলম, মোরোব্বা, আচার।
নানা রোগের ঔষধ নানা, হাকিম, বৈদ্য, ডাক্তারখানা,
এলো, হোমো, কত মত বিধান চিকিৎসার।
নীল, পীত, লাল, কালো, সন্ধ্যার সময়ে ভালো,
বিদ্যাধরী করে আলো, পথের দুধার।
বিলোল কটাক্ষে চায়, কোমল কণ্ঠেতে গায়,
ভুলে যায় দেবতায় মানুষ কি ছার।
বড় দায় পথে হাঁটা, ঠগ, চোর, গাঁটকাটা,
ভিখারী কি ফেরীওয়ালা কাতারে কাতার।২৩০

সাগর-সঙ্গম।—শুনেছি পুরাণে, সেকালে এখানে,
সগর সন্ততি যত—
অহংকার পাপে, কপিলের শাপে,
হোলো ভস্মে পরিণত।

নানা দেবতার আরাধনান্তরে,
পাতকী নারকী তরাবার তরে,
সুরধুনী মাতা এলেন ধরা'পরে,
কালজয়ী হোলো শিশু ভগীরথ।
সে অবধি হেথা, কত ব্রহ্মচারী,
সন্ন্যাসী, সংসারী, নাগা, তিলকধারী,
কত নেড়ামাথা, কত চাঁপ-দাড়ি,
আসে পুণ্য আশে পৌষ হলে গত।
কত কুলবধু, (সধবা, বিধবা,)
কত বারনারী, কত বৃদ্ধ, যুবা,
রোগী, ভোগী, যোগী, কহিব কতবা,
কত দেশ হতে আসে অগণিত।
লঞ্চ, ইষ্টিমার, কতই বজ্‌রা বোট,
নৌকা, পান্‌সি, ভাউলে, ডোঙ্গা, ডিঙ্গি, ছোট্,
আসে সারি সারি, মাঝি মাল্লার ঘোঁট্
উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, চট্টগ্রামাগত।
কেহ ঢেউ খায় সঙ্গমের জলে,
কেহ শ্রাদ্ধ করে, কেহ মন্ত্র বলে,
কেহ কাপড়ের কাণ্ডারের তলে,—
কপিলদেবেরে হতেছে প্রণত।
বোটের মাস্তল কিম্বা দাঁড় হালে,
কাছি দিয়ে বাঁধা, ঢাকা চটের পালে,
শুষ্ক গেঁদারমালা বিভূষিত গলে,
পাষাণের ত্রিমূর্ত্তি সিন্দূরে মণ্ডিত।

সপ্তাহ পূর্ব্বেতে সৈকত-বেলায়,
জনপ্রাণী মাত্র ছিল না যথায়,
লক্ষ জনপূর্ণ, বিপণিমালায়,
নানাবিধ পণ্যে আজি সুসজ্জিত।
গরাণের খুঁটি হোগ্‌লায় ছাওয়া,
নিবারণ তায় হয়না শীতের হাওয়া,
সারি সারি দেখি যে দিকে যায় চাওয়া,
বালিতে গড়ায় যাত্রী শত শত।
সাহেবের সঙ্গে নেটিব খৃষ্টান,
মোড়েমোড়ে গায় যিশুগুণ গান,
ঝুড়িঝুড়ি বই বিনা মূল্যে দান,
করুণা করিয়া দেখান আলোর পথ।
শঙ্খ, ঘণ্টা বাজে, করতাল, খোল,
নেড়ানেড়ী গায় দিয়ে হরিবোল,
নাগা সন্ন্যাসীরা করে গণ্ডগোল,
ভিখারীর দায়ে যাত্রীরা বিব্রত।
কার পায়না ঘটী, কার হারালো ছেলে,
যুবতীর গায় কেউ পড়ছে ঢলে,
অরাজক যেন, কেবা কারে বলে,
গাঁজা ভাঙ, খাঁটী চল্‌ছে অবিরত।
কত বাবু ভায়া অলষ্টার গায়,
সঙ্গে মহামায়া, লজ্জা নাহি তায়,
বিলাতি জিনিস ঢালেন গলায়,
সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষ করতলগত।

কত হিন্দুস্থানি ধর্ম্মগত প্রাণ,
ভার্য্যার সহিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
কাপড় কম্বল করিতেছে দান,
কেহ অন্নজল দেয় সাধ্যমত।
রঞ্জিত পাটের জটা মাথায় ঢেকে,
কত ভণ্ড যোগী, গায় ভস্ম মেখে,
উর্দ্ধবাহু কেহ, কিম্বা মৌনী থেকে,
উপার্জ্জন বেশ করে দস্তুরমত।
মাল্‌সা, বোক্‌নো করে সিদ্ধ আলোচাল,
কাঁচকলা ভাতে, কিম্বা খুড়ের দাল,
চিঁড়ে, গুড়, ছাতু, লঙ্কা লাল লাল,
অনেকেরি খাদ্য কদিনের মত।
তেলে ভাজা লুচি, কচুড়ি, মেঠাই,
দুনাদরে বিক্রী করিছে হালুওয়াই,
কি যে তার, তার বলিহারি যাই,
খেলেপরে প্রাণ সদ্য কণ্ঠাগত।
এত অত্যাচারে কলেরা রাক্ষসী,
পারে না থাকিতে দেখা দেয় আসি,
ছেলে বুড়ো সব খায় রাশি রাশি,
সঙ্গে সঙ্গে যায়, যাত্রী পলায় যত।
গঙ্গার ওপারে, ধবলাট গ্রামে,
জাগ্রত-দেবতা বিশালাক্ষী নামে,
রাধাকান্ত, শিব, প্রসাদ-গড় ধামে,
উচ্চ মৃত্তিকার প্রাকারে বেষ্টিত।২৩।

সম্পূর্ণ।

হৃদয়-প্রতিধ্বনি।

মূল্য আট আনা।

শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উক্ত কাব্য সম্বন্ধে অনুগ্রহলিপি—

13, BOSEPARRAH LANE.
Calcutta, 27th February 1890.

MY DEAR POOLIN BABOO,

Myself and our mutual friend Baboo Debendra Nath Mozoomdar, read together your *Hredoh Protidhony*, and spent a couple of pleasant hours over it. It is not a "School boy freak" as you modestly call it. The book's a book with something solid in it. I found in it much to "praise". Our friend Debendra Baboo, I mean the brother of the late lamented Soorendro Nath, the poet was also very deeply impressed as myself, with your fluent lines. They were all spontenious flow of a poetic heart, and not couplets of syllable-counting rymers. Within the compass of a letter I can not fully dilate on its merits although it would be a very agreeable task to do it. I could say a great deal. There is much to say on the chastity of the style and thought, the soberness of melancholy pervading the work, the adoration of Nature, the rapture of Love, the Religious ecstasy and the grateful tribute of respect to the departed soal who watched or your tender years. All these I could dwell with pleasure but my space forbids and I reluctantly close with a hearty thanks for your valuable present and your kindness to wards me throughout.

Yours very Sincerely
GRISH CHUNDER GHOSE